? জিজ্ঞাসা
৩
মৃণালকান্তি ভূঞ্যা
Log on www.modernpoetry.co.in

জিজ্ঞাসা

ঊষা পাত্রের কলমে "জিজ্ঞাসা" নিয়ে কিছু কথা ....

মৃণাল কান্তি ভূঞ্যা একজন অভাবনীয় কবিত্বশক্তির অধিকারী। ওর কবিমনের একটা বিশেষত্ব আছে, যা অন্যদের থেকে ওকে স্বতন্ত্র করে রাখতে পারে। নতুন ভাবনাচিন্তা, বিজ্ঞান প্রযুক্তিকে কাব্যরূপ দেওয়া যেতে পারে তার একটা পরীক্ষাগার ওর মনে অবিরাম কাজ করে চলেছে। ভিন্নমুখী ও ভিন্নধর্মী কবিতাগুলি কবির এই জাতীয় ভাবনার পরিচয় বহন করছে। কবিতা-পিপাসু পাঠক নতুন কিছু রসের আস্বাদন পাবে বিশ্বাস রাখি। ভাষা, শব্দচয়ন, ছন্দ, যতিচিহ্নের প্রয়োজন সবকিছুর মধ্যে একটা স্বাতন্ত্র্য চোখে পড়বে। সেইসঙ্গে কবিতার আঙ্গিক বা সর্বনামের অভিযোজন মনকে একটু স্বাতন্ত্র্য চোখে পড়বে। সেইসঙ্গে কবিতার আঙ্গিক বা সর্বনামের অভিযোজন মনকে একটু দোলা দেবে। সহজ সাবলীল চলার পথ থেকে ওর কিছু বিচ্যুতি পাঠকমনকে প্রথমে তেমন মনের খোরাক না দিলেও; একটু ধৈর্য, কবিমনের সঙ্গে একটু একাত্মবোধ জাগলেই লেখার মাধুর্য ও কবিতার ভাববস্তু পাঠকের মনকে নাড়া দেবে। নামকরণে অভিনবত্ব নয়, নামকরণের মাধ্যমে কবিতার বিষয়বস্তুকে যে নতুন মাত্রায় উত্তীর্ণ করা সম্ভব কবির চলমান গবেষণায় তার প্রকাশ দুর্লভ নয়।

কবি জীবনের সূচনালগ্নে আগামীদিনে কাব্যমালঞ্চের পূর্ণতার ইঙ্গিত বহন করে। সেই সাফল্যের দিনে আমার অনুপস্থিতি ঘটলেও সম্ভাবনার বীজটুকু উপ্ত হচ্ছে এমন একটা স্পষ্ট আভাষ পাওয়া যায়।

মৃণালের ভাবীকালের সম্ভাবনাকে স্বাগত জানাই।

সূচীপত্র-১

আজকের দশকের	১
সমীকরণ	২
মোনালিসা	৩
সংলাপ	৪
নিতল	৫
সর্বণামে	৭
শ্রীমন্ত স্বপ্ন দেখে	৮
তখনো আগুন	৯
সময়/অসময়	১০
আসন্ন কালবৈশাখী	১১
আসুক ভোর	১২
টুকরো মেঘ	১৩
অথচ	১৪
হয়নি এখনো নামকরণ ;	১৫
জিজ্ঞাসা - ?	১৭
‘নোঙর’	১৮
ঘরের দেওয়ালে টাঙানো ক্যালেন্ডার	১৯
যবনিকা কোথায়	২০
ইতিহাস মানে সংস্কার	২১
বেঁচে থাকা	২২
‘ডাইরি’	২৩
‘চরৈবেতি’	২৪
কৈফিয়ত	২৫
শেষের কবিতা	২৬
কৃষক - ঘুমচ্ছো	২৭
তর্জনী সংকেত	২৮
শুধু কবিতায়	৩০
কঙ্কালগুলো কথা বলে হাওয়ায়	৩১
পরিক্রমা	৩২
বিকল্প !!!	৩৩

সূচীপত্র-২

কিছু - - স্বীকারোক্তি	৩৪
পরিক্রমণ	৩৫
সীমান্ত ভাঙ্গার গান	৩৬
রোদের অনুষঙ্গ	৩৭
সংঘাত	৩৮
দহন	৪০
স্মরণিকা (১)	৪২
স্মরণিকা (২)	৪৩
স্মরণিকা (৩)	৪৪
স্মরণিকা (৪)	৪৫
স্মরণিকা (৫)	৪৬
স্মরণিকা (৬)	৪৭
স্মরণিকা (৭)	৪৮
স্মরণিকা (৮)	৪৯
স্মরণিকা (৯)	৫০
স্মরণিকা (১০)	৫১
নির্জনতা	৫২
শব্দ	৫৪
স্বপ্ন	৫৫
ধারাভাষ্যে বিশ্লেষণ —? (! + ?)	৫৬
ভাঙ্গা পাঁচিল	৫৭
.........অবিকল অবয়ব ....?	৫৮
ভাবছি কী ভাবছি	৫৯
"সৃষ্টি যখন স্রষ্টারে করে ব্যঙ্গ- কেবলমাত্র সঙ্গ মেলে ভাষার অনুষঙ্গ"	৬০
'—' শব্দ সিঁড়ি ভেঙ্গে লেখা যে কবিতা তারার গভীরে তা।?'	৬১
ট্রিপল নট্, ওয়ান-ওয়ান-ওয়ান, নট্	৬২
অবম শূন্যতা	৬৩
বিতর্ক — বিষয় : বিউটি পার্লারে বিউটি	৬৪

সূচীপত্র-৩

সংলাপ : প্রিয় মন খারাপ বনাম ... ৬৬
চয়নিকা (১) ৬৮
চয়নিকা (২) ৬৯
চয়নিকা (৩) ৭০
চয়নিকা (৪) ৭১
চয়নিকা (৫) ৭২
চয়নিকা (৬) ৭৩
চয়নিকা (৭) ৭৪
চয়নিকা (৮) ৭৫
চয়নিকা (৯) ৭৬
চয়নিকা (১০) ৭৭
চয়নিকা (১১) ৭৮
চয়নিকা (১২) ৭৯
চয়নিকা (১৩) ৮০
চয়নিকা (১৪) ৮১
চয়নিকা (১৫) ৮২
চয়নিকা (১৬) ৮৩
চয়নিকা (১৭) ৮৪
চয়নিকা (১৮) ৮৫
চয়নিকা (১৯) ৮৬
চয়নিকা (২০) ৮৭
অগভীর জল ৮৮
শিল্প কণায় ৮৯
অস্তিত্ব ৯০
সুখের ঘর ৯১
ইচ্ছে নদী ৯২
পোড় খায় কপাল ৯৩
নির্লিপ্ত সেই পথ ৯৪
নিয়মের বন্ধন ৯৫
আমার উইল ৯৬

আজকের দশকের

আদেশ দিয়েছিলাম অক্ষরকে
তাই রচনা হল শব্দ,
শব্দ রচনা করল বাক্য।
বাক্য রচনা করল গল্প।
গল্প লেখকের কথা — বানিয়েছে বলে
ফাঁসি দেওয়া হল গল্পকে —
ঊনবিংশ শতকের শেষার্ধে।
বাক্য বিদ্রোহ করেছে
শব্দ ভেঙ্গে গ্যাছে।
শব্দ বিদ্রোহ করেছে
অক্ষর ভেঙ্গে গ্যাছে।
ভাঙ্গা অক্ষরে লিখতে বসে
লেখক বিদ্রোহ করেছে।
কলম ভেঙ্গে গ্যাছে।
এর গহ্বর থেকে
অসংখ্য বিদ্রোহী লেখক জন্ম নিয়েছে।
শহীদ হয়ে যাওয়া
বিদ্রোহী লেখকের রক্তে
তারা রচনা করেছে উপন্যাস
সমাহার অজস্র অনুগল্পের
আজকের দশকের।

রচনা :- ০৯.০৯.'৯৫ - প্রকাশ :- ০১.০৫.'৯৫

সমীকরণ

ধাবমান চিহ্ন সংকেত গড়ে তোলে
জীবন সমীকরণ সহস্রাব্দের
কখনো অজানা মৌলের পরমাণুর সাথে
গড়ে তোলে সম্পর্কের নতুন পরিধি
বিশ্বের সমস্ত জল বিশ্লিষ্ট হয়ে
গড়ে তোলে মৌলে গ্যাসীয় সংশয়
কখনো সামান্য আলো অন্ধকারে
গহন বনানীর পথ ধরে
ঢুকে পড়ে প্রিজ্‌মের কৌণিক ক্ষেত্রে
তারপর অসহ্য যন্ত্রণা
বিশ্লিষ্ট আলোকের মত
যে জীবন, সম্পৃক্ত থাকার কথা ছিল
সেখানেই ছেয়ে আছে ঘন কুয়াশা
উত্তাপ বাড়ে, স্বাভাবিকের মাত্রা ছাড়িয়ে
ক্রমে বেড়ে চলে অসংপৃক্ততার মাত্রা
তারপর ঘটে চলে যত বিক্রিয়া
স্থায়িত্বের প্রত্যাশা
পাল্টে যায় জীবনের যত সমীকরণ,
থেকে যায় —
বিক্রিয়ক ও বিক্রিয়াজাতকের চিরন্তন সম্পর্ক।

রচনা :- ২৬.১২.'৯৯ - প্রকাশ :- ১৫.০২.'০০

মোনালিসা

একরাশ শস্যের পতন শব্দে অতিক্রান্ত আলোবর্ষ
হরপ্পা মহেঞ্জোদাড়ো,
কাঁপে ভূমিতল, কেঁপে ওঠে ভূগর্ভের যত আকরিক।
তারপর রাত্রি নিঝুম
ওপারের স্টীমার ঘাটে কেনা আর বেচা
ঘুমন্ত শস্যের ঘ্রাণ,
স্টীমারের ঘাটে তখনো চলেছে বেচা আর কেনা
উলঙ্গ শিশুর অভিমানী কান্না।
নিঃশর্ত মুক্তি আমি পরিধি ছেড়ে ক্রমে পৌঁছে যাই কেন্দ্রে
বেড়ে যায় দেহের উত্তাপ
মোনালিসা তখনো এলোচুলে
হাওয়ায় উড়ছে বুকের ওড়না।
আলতোভাবে হাত ধরলাম —বোঝালাম অস্থিরতায়
এখন সে - মা।
সরিয়ে নিলে হাত — বললে
এতো কেবল ছবি .... ঘরের দেওয়ালে
চোখের কোণে তখনো জল,
আমারও চোখে জল
হাতের কাছে রয়েছে তুলি — রয়েছে যত বর্ণ সমাবেশ
বললাম — মোনালিসা,
কেমন আছ — আগের মত, আগের মত গায়ে ওড়না
দাও, পায়ের কিনারা রাঙ্গার আলতায়, দুঃস্বপ্নে গেয়ে ওঠ
রবীন্দ্র সঙ্গীত, তুমি আগের মত ঘুমতে পার?
দমকা হাওয়ায় খসে পড়ল মোনালিসার ছবি
বৃষ্টিতে ভিজল সে — ভেসে গেল তুলি — যত বর্ণ সমাগম।
চোখ তুলে দেখি —
মোনালিসা চায়ের পেয়ালা হাতে
ঠিক আগের মত।
আমি হাসলাম,
মোনালিসার সাথে সেদিন আমার প্রথম দেখা।

রচনা :- ২৬.১০.'৯৯ - প্রকাশ :- ০১.০৩.'০০

সংলাপ

কৌনিক বিন্দু থেকে সরে যাচ্ছে
পাতা-কাণ্ড-শিকড়
মাথুর ইথারের অরণ্যের পতন
সীমান্ত ভাঙ্গার শব্দ।
ঘামবিন্দু শিশির ঘাসের শীষে
কুঁড়ে ঘরের নির্যাস।

তারপর ....

(ধ্বনি, প্রতিধ্বনি ......। কেন্দ্র, পরিধি .... ।
.... মোহনার সংলাপ ....)

নোনা মাটিতে, জলাভূমিতে পাহাড়ের ঢালে
ক্ষয়িষ্ণু মানচিত্রের প্রতিকী
(প্রাচ্য প্রতীচ্য)

ধূসর স্তনে অভিমানী শিশুর কান্না
ঘোমটার দ্রুত আলোড়ন
আভ্যন্তরীণ পূর্ণ প্রতিফলনে বিচ্ছুরিত
আলোকদ্যুতি
রোদের গভীরে সাংকেতিক ত্রস্ততা
সৈনিকের চোখে বর্ণ সমাগম অযুত অক্ষর
পাল্টে যায় ডি. এন. এ. -র গঠন।

এরপর ....
মিউটেশান ....
প্রশ্নচিহ্ন সব নদী মিলবে মোহনায় (??? ....)
ডারউইন বসে লেখে বিবর্তনবাদ
চোখেতে আদ্দিকালের চশমা
ইভ আর আদমের
মৃদু সংলাপ।

রচনা :- ১৬.০৮.'৯৯ - প্রকাশ :- ০০.১০.'৯৯

নিতল....

নিরুত্তাপ জ্যোৎস্নায় ....

কোন এক বেনামী গাছের নীচে

কিছুটা সময়

হাতে হাত, মুখে মুখ।

তারপর ....

কিছুটা সময় বিকলাঙ্গ সহবাস

চিতার নৈরাশ্য নিয়ে

যুবক-যুবতী ফেরে যে যার ঘরে।

তারপর ......

পঞ্চমী -চাঁদ ঢলে পড়ে

কোন এক জলাশয়ে।

প্রত্যাশার অপমৃত্যু

যে কোন দ্রুতযানের গতিকে ছাড়িয়ে।

বেনামী বেওয়ারিস লাসে

ভন্‌ভন্‌ করে মাছির দল।

তারপর

বৈধতার দাবী তোলে সমাজ বিজ্ঞানী ...

সঙ্গমের নামাবলী গায়ে দিয়ে

বিরহের মোচ্ছব চলে ঘরে ঘরে । ...

তারপর এরপর ...

পরের পাতায় .....

বাদশা ভোগের সুবাস ছড়িয়ে
শঙ্খ সহযোগে অন্নপ্রাশন।
ভন্‌ভন্‌ করে মাছির দল
নষ্ট- পচনশীল খাওয়ারের উপর ...
নিরক্ষর অপমান ...

‘বর্তমান’ - এ লেখা থাকে গড়ের মাঠে বসা নিষেধ —
‘প্রতিদিনে’ - এ রুচিকর ধর্ষনের প্রতিবেদন।
এরপরও ...
বাড়বে বেজন্মার দল
(চিন্তিত সমাজবিজ্ঞানী)
বোবা আক্রোশে গোধূলি প্রণয়ে
কাটিয়ে দেবে বন্ধ্যা জীবন।
আবারও ...
একমাস গতে উঠবে
পঞ্চমী-চাঁদ
পাল্টে যাবে সমাজের আদল
যিশুকে পাহারা দেবে
মেরী ও যোসেফ .... (?)

রচনা :- ১০.০৫.’৯৯ - প্রকাশ :- ০০.০৫.’৯৯

সর্বণামে

ঘোমটার গোপন সুড়ঙ্গে - নিত্য যাতায়াত,
নিত্য চাওয়া পাওয়ার হিসাব নিকাশ।
ক্ষয়িষ্ণু চাঁদের দেহ হতে খসে খসে পড়ে,
স্বপ্ন নিষ্প্রাণ।
তারপর অতঃপর শুধু অমাবস্যা,
চাঁদের পূর্ণগ্রাস
তখন কখন খুলে গেল —
বোতামের সমস্ত শৃঙ্খল
বিকলাঙ্গ শব্দের জীর্ণ হাহাকার,
বিবস্ত্র শরীরে নিরুত্তাপ বোবা অপমান,
গদ্য কবিতার আধুনিকতার মত।
মাঝে এর মাঝে ভিজে যায় দেহের বাকল
শূন্য থেকে নিয়েছি চিনে আলোর পরিধি
চেনার উপায়
এবং অথবা বা সব থাকে যেন নামের আড়াল
আলো আর ছায়া
ওভাবে এভাবে খেলাছলে খেলা করে —
যত অব্যয়
প্রথিত সভ্যতা থেকে বেরিয়ে আসে,
ফসিল তিলোত্তমা
আমি পথ চলছি,
তোমরা পা ফেলছ
শুধু চলছি, তোমরা চলছ,
খুঁজছ পথের শেষ
সন্ধানে নতুন ছায়াপথে —
যেখানে কাশফুল — হিতোপদেশ কথামালা
করে আছে ভিড়।
পথ দিয়ে ঢেকে নেই —
অন্য কোন পথ,
ধোঁয়াশা ভেদ করে এসেছে ফোটন
চলছি আমি — আমরা, তুমি-তোমরা
যত সর্ব-নাম
সর্বণাম।

রচনা :- ২৬.১২.'৯৯ - প্রকাশ :- ১৫.০২.'০০

শ্রীমন্ত স্বপ্ন দেখে

শ্রীমন্ত এখন বালির নৌকা নিয়ে ঘুরে বেড়ায়
চুর্ণী নদীর ফাঁকে
বিচূর্ণ প্রীতি-প্রত্যাশা ক্ষয়ে ক্ষয়ে গড়ে ওঠে থর মরুভূমি
কখনো মরীচিকা
সেখানেও বিজ্ঞাপন নিয়ন আলোয় —
বর্তমান কাউকে ভয় পায় না।
স্বপ্নিল মোড়কে উচ্ছিষ্ট শালপাতার
শীতল নিরালা প্রবেশ
শব্দের বিশ্বাস উপচে উড়ে আসে
কালো মেঘে ক্ষণস্থায়ী বাচ্চার প্রত্যাশা।
ঘুণধরা শব্দ নিয়ে তৈরি হয় গানের ক্যাসেট
বাকল কখনো ছিল না শরীরের সাথে —আজো নেই।
ছাদ থেকে সমস্ত আলো ফিরে যায় প্রতিফলিত হয়ে
বিপরীত গতিতে।
খোলা জানলার ফেরিওয়ালা ফেরি করে —
আলোর স্বপ্ন।
দিনের আলোর মত যা ছিল স্পষ্ট —
তা কেবল প্রতিবিম্ব এখন।
শ্রীমন্ত স্বপ্ন দেখে।
সে ভালোবাসে হাওয়াতে ভেসে বেড়াতে,
তার কাছে ভেদ নেই নীলাকাশে - নীলসমুদ্রে।
ঘরের উঠোনে শ্রীমন্তের কেটেছে শৈশব
বেদ আর পুরাণের শ্লোকে রচেছিল দেবধান
এখানে হামাগুড়ি খেয়ে শিখেছিল প্রথম চলা
তারপর কেটে গেল কত আলোকবর্ষ
শ্রীমন্তের স্ট্যাচুও আর নেই
নিষিদ্ধ রাত্রির মত স্বপ্ন দেখা নিষেধ —।
বিজ্ঞাপন টিকে আছে —
'বর্তমান' কাউকে ভয় পায় না।
শ্রীমন্তের কথা কেউ বলে বা লেখে
ফাঁসির আদেশ হয়েছে রাজার।

তখনো আগুন

বেলা   ঢলে পড়ে
মানুষ হামাগুড়ি দেয়
পোষাক পরায় বারণ
চেতনার স্তর ভেদ করে ... আজো
উঠে আসে নোনা মাটি
লাল নুড়ি।
রোদের ফাটলে সাংকেতিক অন্ধকার
সূর্য যেন হিম হয়ে যায়
নিয়ে আসে কোন এক তুষার সময়
নিস্তব্ধ ঘামের পতনে দোল খায় গোপন পাঁচিল
মুখোশ থেকে বেরিয়ে আসে মুখ
চেঁচিয়ে ওঠে Stick No Bills
ধূমপানের নিষেধ পেরিয়ে
পোড় খায় আপন সুখ
তখনো গভীর রাত
তখনো আগুন
তারপর বৃষ্টির সংবাদ
চেতনার দ্রুত আলোড়ন
গতিশীল উপলব্ধিতে সাজবে সংসার
শতাব্দীর ডাইরিতে লেখা নাই তুচ্ছ সংবাদ
অনামী কবির মৃত্যু
সায়াহ্ন বেলায়।
তখনে নারীর মুখ
তখনো আগুন।

রচনা :- ১৬.০৮.'৯৯ - প্রকাশ :- ০০.১০.'৯৯

সময়/অসময়

এক : বেগ/দ্রুতি যাই হোক
অনন্যকের পাশে থেকে
শীতল সৌন্দর্য/যত উপার্জন

দুই : সময়/অসময় এত ঘুম বোধ হয়
শ্মশানে শুয়ে আছে
নিঃসাড় শরীর
বিষণ্ণ সকাল/বিকাল/রাত্রি

তিন : ক্ষুদ্র/অতি ক্ষুদ্র চেতনা -
কখন পেরিয়ে যায়
ডেল্টা জীবন
উপকূল বার্তা / দৈনিক চেতনা

চার : ধ্বনি/প্রতিধ্বনি চেনা কোন সুর
ফিরে ফিরে আসে
চেনার আড়াল
হেথা নয়/অন্য কোথা

পাঁচ : ছায়া/কায়া মেলে না কোনখানে
বিরহী রাধার চোখের জল -
অশান্ত যমুনা
তালতমালের সারি/ঘনকৃষ্ণ মেঘরাশি।

রচনা :- ২৪.০৯.'৯৯ - প্রকাশ :- ০৮.০৩.'০০

আসন্ন কালবৈশাখী

বাবুদের বাগানে ফুল তুলে তুই মালী
বল দেখি কি পেলি
রাবণ রাত্রি শেষে ফুটিল যে কলি
দিনের অতিথি
রিক্ত হস্তে তারে ফিরায়ে দিলি
পতিতার বাড়ী
কুলদেবতার মুখে নিষ্প্রভ হাসি
মর্মর মুরতি
যে হাসি খেলিত পরম পিরীতি লাগি
সলজ্জ নিরবধি
বারতা বহিত তার ভ্রমর গুঞ্জরি
নববেশ পল্লবী
আপন সুবাসে যার মাতিত প্রকৃতি
এলোকেশী যুবতী
পাথর পিরীতি লাগি প্রিয়েরে সমর্পিলি
নবমীর বলি
দিন নিলি রাত নিলি মানির মান নিলি
আজও নিলি কালও নিলি
আসন্ন কালবৈশাখী।।

রচনা :- ১২.১০.'৯৫ - প্রকাশ :- ১৫.০৪.'৯৯

আসুক ভোর

রাত্রির কিনারা ঘেঁসে স্বপ্ন দ্রুত চলে যায়
প্রতীক্ষমান —
                    সবুজ ঘাসের বলয়
দু'একটা নারীমুখ বা শরীর
সূর্যের লাল ঘ্রাণে কালো বক হারায় পথ
                    আধো ঘুমে —?
ছিপছিপে ঘাসের গভীরে সুরার উত্তাপ
                    কেন্দ্রাতিগ ঘূর্ণনে —;
তুমি আর আমি কবিতায় যত বিন্যাস
অ্যালার্মের কাঁটা ঠিক বারটায় —!
          মশারির ভেতর মশারি
          আঁধো ঘুম/পিয়াসু দিঘি
স্বপ্নের বলয় ভেদ করে ঢুকে আসে
          —বেনোজল
ভেসে যায় বস্তির প্রতিক্ষা ও ক্লান্তি;
          যত ইকোলজি
তারপর ভোরের কিনারা ঘেঁসে দ্রুত আসে
          স্বপ্নের পরিণতি/নতুন কোন স্বপ্ন
সেখানে আবিষ্কার করলুম
          রাশিয়া আমেরিকা ভিয়েতনাম
          .... ও ভারতকে
          নতুন সীমান্তে ....।
সীমান্তে জঙ্গহানা - নিয়ন্ত্রণের বলয় ভাঙ্গবে
          আবার ঘাসের মিছিল
কোন বনস্পতি নয় - নয় কোন স্বপ্ন
তাকালাম একবার আবার বিশ্বকে
                    উত্তর দক্ষিণ গোলার্ধে নেই
                    ভৌগোলিক প্রভেদ
          শস্যের পতন শব্দে যে ভোর আসে।
                    স্বাগত জানাই তাঁকে।

রচনা :- ২৪.০১.'০০ - প্রকাশ :- ০১.১০.'০০

টুকরো মেঘ

পথের ভেতর পথ তার ভেতর পথ
এমন সুড়ঙ্গে ধোঁয়াটে সব।
এখানে সিঁড়ি বেয়ে ওঠে আসে ঢেউ
ফ্যাকাশে মুখ হতে খসে যায় চশমা
চোখের কোণে জমে আছে কার্বনের গুঁড়ো
দুয়োরানীর গালে চুমু খেতে খেতে
অতিক্রান্ত বর্তমান।

আঁশটে ঘামের গন্ধে মূর্চ্ছা গেছে
নগ্ন নারীশ্বর।
কলাপাতায় পাওয়া শেষ প্রতিশ্রুতি
উঠোনে সমান চিহ্ন, শেষে শূন্য
মেঝে, ঘরের দেওয়াল চৌকাঠ, এমনকি গ্রিলে
যোগ-বিয়োগ, গুণ ও ভাগের ঘন সমাবেশ
এর মাঝে ছিটানো ছড়ানো হিসাবের ভুল।

ভ্রু-কুঁচকে আঁকা কোনোরকের ছবি -
অথচ ....
'সমান' কে বাড়ালে খুঁজে পেত অসীম আকাশ
সেখানেই খুঁজে নিত সেলেট ও খড়ি
বর্ণমালার সব - বর্ণ গুলি
প্রথম ভাগ ও দ্বিতীয় ভাগ।
পাশ ফেরে মঙ্গল ঘটে ওঁ চিহ্ন দিয়ে -
নিশাচর প্রাণীর সাথে ডানা মেলে ওড়ে,
কিশলয় সকাল থেকে পাতাঝরা বিকালে
'ওঁ' থেকে 'সমান' চিহ্নে খোঁজে ফেরে
একবিন্দু জল কিংবা এক টুকরো মেঘ।

রচনা :- ১৩.০৮.'৯৯ - প্রকাশ :- ০০.১০.'৯৯

অথচ ....

; অথচ ....
শির নোওয়ালে পাওয়া যেত আর একটু চর
নদীর ঢেউ -এর সাথে শব্দের ঘ্রাণ
নীল বকের পাখায় তখনো আলো খেলা
অনুচ্চারিত কিছু শব্দের আস্ফালন
কিছু প্রেমকে প্রতিবাদী করে তোলা
গোপন কথা কিছু ভুলতে শেখা
! গোপন থাক শিরার গভীরে সুরার উত্তাপ
কোন এক বসন্তে প্রেয়সীর হিল খাওয়া শরীর
যা আধুনিকতা
? এখানে মিশে গেলে আধোভাব আধোকথা
—আধখানা জীবন নিয়ে কেটে যেত
। প্রসারিত সময়ের সাথে সংক্ষিপ্ত জীবন।

! অথচ ....
বৈশাখের প্রখর তাপে চিতিয়ে দিয়েছি বুক
শকুনের সাথে কখন উড়েছি ওপরে
কখনো শকুনীর সাথে খেলেছি পাশা
শ্মশানে কখনো জিরোতে চেয়েছি
কবরেতে গেয়েছি গান

! অথচ ....
বুকের রক্তে বসেছে ফাগের মেলা
হাড়ের মধ্যে হিম হয়ে যাওয়া বরফের দাগ
হতে পারে হিম-রেখা
সুখের ঘরের চাবি
অভিসারী কিছু সুখের স্বপ্ন তারও গভীরে
লীন হয়ে থাকে
? ঘামের শিকড় জলের চেতনার সাথে মিশে
গড়ে তোলে সবুজ বনানী -
জনান্তিকে।

রচনা :- ০৫.০৬.’০০ - প্রকাশ :- ০১.০৯.’০০

হয়নি এখনো নামকরণ ;

কঠোরতা আলতোভাবে ছুঁয়ে যায়
হৃদয়ের ঘাম;
তখনো হৃদয়ের মাঝে খুঁজে নিই দু-একটা
অন্তহীন সংলাপ;
কার্পেটে জমে থাকা শেওলায় পিছল খায়
জলতল;
গতিহীন চোখের তারার গভীরে হেসে ওঠে
স্থবির মুখগুলো;
সূর্যের প্রথম আভার গভীরতা -
পরিণত পরিমিত বোধে ছবি রয়ে গ্যাছে
মুক মুখগুলো স্থবিরতা ঘনিয়ে আনে গ্রামের
আঁতুড় ঘরে;
ঢেউ ওঠা জলে কখনো বা দেখা অতীত সুখের
বিবশ চেহারা;
বিমূর্ত আত্মা বলে কোন ভ্রম
চেপে বসে;
স্বপ্নের ভিত ভেঙ্গে দেখি প্রত্যাশার
ক্রমিক সমাকলন;
দেখাটা যে কী কঠিন;
আর তখনি;
ভাটার টানে ভাসিয়ে গা বিলক্ষণ খুঁজে চলেছে
শয়ন কক্ষের গোপনীয়তা;
বা স্নান ঘরের নগ্নতা;

পরের পাতায় .....

দু পায়ের ফাঁক দিয়ে না জানি কখন গড়িয়ে যায়
একাকী বর্তমান;
জলের নীচে চর জেগে রয়;
তলের নীচে তল;
ছলকে ওঠে জল;
তারপর সায়াহ্ন এসে কখন
ক্ষেপিয়ে যায়;
শৈশব-কৈশোর-যৌবন সবই কেটেছে —
দ্বিধায়;
সমাজ ও আমি, আমি ও আমার সমাজ
সংগঠিত চেতন সত্তা আগাম স্বপ্নে
ভগ্ন অবয়ব;
দশ আঙ্গুলের শক্ত মুষ্টির চোরা পথে গড়িয়ে যায়
সমস্ত অঙ্গীকার;
দু পায়ের ফাঁক নিয়ে সরে পড়ে
সমস্ত এক্সপেক্টেশান;
গ্রাম্য বধূর সদ্য ধোওয়া গা
তবুও;
বয়ে আনে শুচিতার আগাম বার্তা
আমরা ও আমাদের সমাজ একই তলে সেরে ফেলে স্নান
ধুয়ে ফেলে —
প্রত্নতাত্ত্বিক ঘাম;

রচনা :- ২৩.০৯.'০০ - প্রকাশ :- ০৮.১২.'০০

জিজ্ঞাসা - ?

??? ....

অসংখ্য জিজ্ঞাসা

কমা, সেমিকোলন , ;

পেরিয়ে বিন্দুতে এসে বিশ্রাম নেয় .।

পাশেই পড়ে থাকে

বিরাম বিহীন পথ

হাইফেন —

যেখানে কিছু কমা বা সেমিকোলন নেই (. , ;) x

পড়ে আছে কেবল জিজ্ঞাসা

পথের শুরু থেকে শেষ? - ?

অসংখ্য অভিসারকে

আন্ডার লাইন ——

মাথুর কে ক্রশ x

জীবনটাকে উদ্ধৃতি চিহ্নের মধ্যে রেখে “”

বারবার চেয়েছি পূর্ণ

বিশ্রাম করতে

এক কিম্বা একাধিক। /।। ....

যেখানে অর্থ থাকবে না সামান্য বিশ্রামের

কমা, সেমিকোলন উদ্ধৃতি (, ; “ ”) x

কেবল থাকবে যবনিকা

অনন্ত জিজ্ঞাসা

সৃষ্টি রহস্যের আদি ও অন্ত

??? x

রচনা :- ০৬.১২.’৯৫ - প্রকাশ :- ০১.০৩.’৯৬

(‘নোঙর’)

ছায়াপথে -
কবিতা -
হিংসার -
(প্রেমের)
নোঙর-
করেছি
রাস্তায়।

প্রকাশ ঃ- ০০.০৩.'৯৯

কবিতিকা

(ঘরের দেওয়ালে টাঙানো ক্যালেন্ডার)

মেরীর-

স্তন্যপানে -

যীশু

মোনালিসা হাসে

প্রকাশ :- ০০.০৩.'৯৯

(যবনিকা কোথায়)

ভোরের -
শিশিরে-
রক্তের -
দাগ।

কুয়াশা-
কথা-
বলে-
হাওয়ায়।

বাতাসে-
দোলে-
ঘাসের-
শীষ।

প্রকাশ :- ০০.০৩.'৯৯

(ইতিহাস মানে সংস্কার)

নারায়ন-
শিলা-
মাঝরাতে
ঘামে

কাঁথায়-
বিয়ের-
চিত্র
কলাবউ

প্রকাশ :- ০০.১২.'৯৯

কবিতিকা

(বেঁচে থাকা)

এবং জীবন   কিন্তু জীবন,
যেমন জীবন তেমন জীবন,
        যেমন তেমন জীবন।
নচেৎ জীবন অতএব জীবন
তাই জীবন   এবং জীবন
        অধিকন্তু জীবন।

প্রকাশ :- ০৮.০৬.'৯৯

('ডাইরি')

?
মানে খুঁজি
!
অবাক হই
,
দাঁড়িয়ে পড়ি
।
পথের শেষ।

প্রকাশ :- ০৮.০৬.'৯৯

কবিতিকা

('চরৈবেতি')

পদ্মপাতায় জল,
কোথায় যাবি বল,
ছল করেও চল,
যেথায় বনতল,
নেই কোথাও তল,
তবুও বলি চল।

প্রকাশ :- ০৮.০৬.'৯৯

কবিতিকা

(কৈফিয়ত)

দূর জলাশয়ে —,
অসংখ্য শাপলা ফুল,
প্রতিবিম্বিত চেনা নারীর মুখ।
যাকে রাত্রিরে জড়িয়ে ধরা - প্রবল আকর্ষণ
দিনে শিউরে ওঠা - কেবল আতঙ্ক

রচনা :- ২৭.০৮.'৯৫ - ২৯.০৯.'৯৫

(শেষের কবিতা)

চাঁদের বুড়ি সুতো কাটে অনাদিকাল -
সেই সুতোয় বোনা কাপড় ;
কোন মতে কোন ক্রমে -
লজ্জা ঢাকে যুবক যুবতী।

রচনা :- ২৭.০৮.'৯৫ - ২৯.০৯.'৯৫

(কৃষক - ঘুমচ্ছো)

দিন যায়-
রাত য়ায় -,
আকাশ থাকে -
ঘুমের ঘোরে -,
ধানের ক্ষেতে -
চড়ুই ওড়ে।

রচনা :- ২৭.০৮.'৯৫ - ২৯.০৯.'৯৫

তর্জনী সংকেত

আমার লাশের উপর হেঁটে যায় যুবচেতনা —
বীর জোয়ানের দল।
কপালে বুলেট ঠেকিয়ে কেড়ে নিতে চায়,
অহমিকা, ক্ষুদ্র অণুত্ববোধ।
আমার রক্তে আসুক বান,
আমি সেই রক্তে প্রথম শহীদ
যেখানে, সবুজ ঘাসের শীষে
দেখা দেবে ভোরের শিশির
মিনারে বসে গাইব না
গণচেতনার গান
এর চেয়ে অনেক শ্রেয়,
অশ্রু ফেলা চিতার সম্মান।
গড়ের মাঠে পাশাপাশি বসে গল্প করার
সময় নেইকো আজ
অমাবস্যার রাত, তরী নিতে হবে পার
আমারই রক্তে আসবে প্রভাত
এ আমার বিশ্বাস
তিক্ততা নিয়ে কেটে গেছে মোর
সারাটি জীবন
পাতা ঝরা দিনের শেষে
ক্লান্তি এসে ভিড় করে
তখন দেখি —
রবিঠাকুর গেছেন চলে
অস্তাচলে।

পরের পাতায় .....

সাম্যবাদী গানে যদি জীবন আমার যায় কেটে
বেসুরো সব ছোকরার দল কোথায় এসে
ঘর বাঁধবে।

আকাশে যাদের তর্জনী
তাদের কাছে হার মানি
তারাই হল ছাড়ার ছাড়া
নামটি হল ছন্নছাড়া।
এদের আবার নেইকো পর,
নেইকো কোন আপন ঘর,
বাসা এদের গাছের তলা,
স্বপ্ন এদের আকাশ ছাড়া
এদের সাথে বাঁধব বাসা
নামটি হবে সর্বনাশা।

এভাবে চলতে চলতে কোন একসময় আমি ও
আমার সাথীরা পোঁছে যাব
এভারেস্টের চূড়ায়।
নোরগে ও হিলারির অনেক আগে।
প্রথম রাত্রি আসার আগে। .....
তর্জনী থাকবে তারও উপর।
মায়ের রক্তে যে তর্জনী রক্তস্নাত হয়েছিল
তা কোনদিন ভূমি ছোঁয়াব না।
এই প্রতিজ্ঞা নিয়ে
আমি ও আমার সাথীরা হিমশৈলের নীচে
যুগের পর যুগ
কাটিয়ে দেব। তবু তর্জনী নামবে না ভূমির দিকে।

রচনা :- ১৬.০৫.'৯৯ - প্রকাশ :- ০০.০৫.'৯৯

শুধু কবিতায়

মাত্র কয়েকটি কবিতা ছাড়া
আমার কিছু নেই দেবার তোমায়
তোমায় গড়েছি কবিতায়
সুরম্য প্রতিমায়
চোখের কোনে কাজল দিয়েছি সন্ধ্যায়
সকালে দিয়েছি আলতা
পায়ের সীমানায়
ঠোঁটের ফাঁকে দিতে চেয়েছি তোমায়
বিন্দু বিন্দু জল দুরন্ত পিপাসায়
তোমার অঞ্চলে ঢাকতে চেয়েছি
তোমার সৌন্দর্য্য লেবুপাতায়
তোমার উদাত্ত বুক আকাশের আঙিনায়
মেঘের সমারোহে শাড়ীর টানাপোড়েনে
মেতে আছে অবিশ্রান্ত খেলায়।
কখনো বৃষ্টি পড়ে কখনো কুয়াশায়
কখনো শিশিরে কখনো বা বাদলায়
তোমার সর্বাংশ ঢেকে যায়
অবিশ্বাস্য লীলায়
তোমাকে পেয়েছি মরু ঝড় থেকে বাদলা সন্ধ্যায়
দিনান্তের ভগ্ন মেলায়
শুধু কবিতায়।

রচনা :- ০৮.০৯.’৯৫ - প্রকাশ :- ০৮.০৪.’৯৯

কঙ্কালগুলো কথা বলে হাওয়ায়

কঙ্কালগুলো কথা বলে হাওয়ায়
সত্যি কি বলে জোয়ারের কথা?
জোয়ারের কথা - এরা জেনেছে কি কখনো ??
সমুদ্রে তোলপাড় করা হাওয়ায় - জোয়ার আসে।
পাড় ভেঙ্গে উথলে পড়ে ঢেউ
পলি পড়ে মাঠে মাঠে
ঘাসের শীষে সবুজ প্রত্যাশা (?)।

কঙ্কালগুলো কথা বলে হাওয়ায়
সত্যি কি বলে আলোর কথা?
আলোর কথা এরা জেনেছে কি কখনো??
আলো ঢোকে ফাটলে ফাটলে
দীর্ঘদিনের জমাট অন্ধকার —
আশ্রয় নেয় চাঁদের কলঙ্কে
মূঢ় পতঙ্গগুলো বেরিয়ে আসে —
খোঁজ নেয় অন্ধকারের।
আলোর ফোটনে ফোটনে সবুজ সংকেত
নতুন ভোরের (?)।

কঙ্কালগুলো কথা বলে হাওয়ায়
সত্যি কি বলে রক্তের কথা?
রক্তের কথা এরা জেনেছে কি কখনো ??
রক্ত পড়ে সমুদ্রের বুকে-তোলপাড় করা,
রক্ত আকাশের কোণে - সুদূর দিগন্ত রেখায়,
রক্ত অন্ধকারে — দীর্ঘদিনের
উর্বর করে মাটি সহস্র জনমের।
রক্তের দাগে নতুন প্রভাত আসে।

কঙ্কালে রক্তের দাগ
লেনিন হাত তুলে
সহস্র অভ্যর্থনায়।।

রচনা :- ০৮.০৯.'৯৫ - প্রকাশ :- ০৬.০১.'৯৯

পরিক্রমা

অনুমিত হলে বসন্ত অন্তঃসত্বা হবে
তারই গর্ভ থেকে জন্ম প্রখরা গ্রীষ্ম
অনুমতি দাও ভিজিয়ে নেব প্লাবন
প্লাবন ছুঁয়ে যাবে —
১) ছাদের টুঁই ছুঁয়ে,
২) চোরা কুটিরের পাশ ঘেঁষে,
৩) আঙ্গিনার সবুজ গালিচা মাড়িয়ে,
৪) শোবার ঘরে জানালা ভেঙ্গে,
৫) ঘরের ছাদ ফুঁড়ে আকাশ ছোঁবে সবুজ,
৬) সর্বশেষ ভাসিয়ে দেবে গোপন গতিবিধি,

কখন ঘটে গেল উনপঞ্চাশবার বর্ষ পরিক্রমা,
এরপর সুবর্ণজয়ন্তী খামে পাঠানো হবে
স্মারক লিপি —
১) নিত্য ব্যবহার্য ঘাটে জমে গেছে ঘন শেওলা,
২) চুনকাম করা সমস্ত দেওয়ালে ভোটের বিজ্ঞাপন,
৩) গান্ধী মূর্তির খোপে খোপে বাসা বেঁধেছে কাঠঠোকরা,
৪) টিভির চ্যানেলে রূপসীরা বসে আছে হাট করে তাদের গোপন,
৫) দাদাদের ভিড়ে হারিয়ে গ্যাছে শৈশব কৈশোর,
৬) অসহায় যৌবনগুলো শুষে নেয় ভোরের শিশির,

তাই বলি এসো হে দ্বিজ।
জারজ হলেও আজো ভালবাসে —
জনগণ জনমত।

রচনা :- ২১.০৯.'০০ - প্রকাশ :- ০৮.০১.'০১

বিকল্প !!!

ভোরের সূর্যে ঘুচবে না অসহিষ্ণু অন্ধকার
তা জেনেও সাংকেতিক বেঁচে থাকা
নবান্নে মিশে আছে বিষাদের আঘ্রাণ
যেখানেই পা ফেলি, ধস খায় পথ,
শব্দ হতে খসে খসে যায় অক্ষর
মিলায় অর্থবোধ/ভাবার্থ
গল্প, উপন্যাস, কবিতা হয় কাল্পনিক
এলোমেলো বাক্যের সমাহার।
অন্ধকার মাতৃজঠরে ফিরে যেতে চাই
যুগের পর যুগ
ক্রন্দনে ভাঙ্গে না ঘুম
শৈশব শয্যায় কিলবিল করে সহস্র সংঘাত
নিয়ত বিস্ফোরণ ভস্মীভূত ভালোবাসা, —
প্রেম সংলাপ
মানবতা বোধ-যত জীবন শিকড়
বেলা অবেলা-কালবেলা
ঘুমের ট্যাবলেট দাও — ঘুম পাড়াই —
যন্ত্রণা-ক্লিষ্ট বিবেক
তারপর ঘটে যাক মহাপ্রলয়
শিকড় উপড়ে মুখ থুবড়ে পড়ে থাক
যত বনস্পতি
জানতে যদি চাও — কেমন আছ?
কেন এই অপসংলাপ??
শুধু বলি —
শান্তিতে নেই, তাই —
!!! ....

রচনা :- ০৫.০৯.’৯৯ - প্রকাশ :- ১৫.০২.’০০

কিছু - - স্বীকারোক্তি

অবকাশ কিছু অপরাধ বোধে ক্ষীণ লয়ে হাসে
ডাইরীর একটি একটি একাধিক পাতা
প্রত্যহ ভরিয়ে ফেলি — বিমূর্ত প্রতিমায়
অদৃশ্য আলোক সম্পাতে
অসাবধান মুহূর্তে কিছু বোধ
প্রতিবাদী হয়ে ওঠে ক্ষণিক অবসরে
কিছু ক্ষোভ আক্রোশে ভেঙে ফেলে ভাতের হাঁড়ি
কিছু অপমানবোধ সাজানো ড্রয়িং টেবিলে
উল্টে ফেলে কালির দোয়াত।
কিছু মৌলিক সত্তা ড্রেসিং টেবিলে
ভেঙে ফেলে কাঁচের আয়না
কোন ক্ষমা দিয়ে সাজানো যায়নি
শো-কেশের একটি শেল্‌ফ্‌
করোটি থেকে চুঁইয়ে যায়
দু-এক ফোঁটা রক্ত বা স্বীকারোক্তি
আতরের মাঝে নাচ ঘরে বাইজী নাচে
ছুঁতমার্গ ভুলে কানের নিকট তুলে —
টেলিফোনের রিসিভার
রিং করে জানিয়ে দিই
কাল থেকে নাচ ঘরে জ্বলবে না বিজলীর আলো
ভোরের সবুজ ঘাসের শীষে রাখব না পা
দুপুরেও জ্বালিয়ে রাখব নাইট বাল্ব।

রচনা :- ১৭.০৯.’০০ - প্রকাশ :- ০১.০১.’০০

পরিক্রমণ

অন্ধকারে সব ভাষা বোঝা যায় না
সে কারণে —
কিছু ভাব গতিহীন থেকে যায়
কিছু গড়িয়ে যায় অন্ধকার থেকে
রাত্রির গভীরে।
স্বজন হারানো ব্যথা; আত্মঘাতী কবির আত্মা; — প্রতীক্ষায়
মরমী শিল্পীর বর্ণ বিন্যাসে বা সমবায়ে
রৌদ্রের সাথে সহবাস : ফলন্ত শস্যে বাসর সাজ
আর —, মন খারাপ
সেখান থেকে চুঁইয়ে পড়া রক্ত
বাধা পায় পাহাড়ের গায়।
বিস্ময়ে কবি চেয়ে থাকে, শিল্পীর চোখের তারায়
বিশাল পরিধি কখনো হয়নি কর্ষণ
ঝরেনি কখনো হৃদয়ে, এক বিন্দু ঘাম।

বেহিসেবিরা খুশি আনে; আনে আলোরও জোয়ার
মায়ের কোলে শিশুরা বেহিসেবি হয়ে ওঠে
বেহিসেবিরা হয়ে ওঠে কালি— কলম — দোয়াত
হাতের তুলি কপালের বলিরেখা।

পরিমিতির পরিণতি পরিধিতে ঢেকে নিই
কবি ও শিল্পী এক হয়ে গেছে অসীমতার আস্বাদনে
নীল আকাশ ঢেকে নিই উহ্য কোন স্থান
অশ্লীল বলে গালি পেড়ে গেল এক খণ্ড রোদ
স্রষ্টা তাকাল একবার আকাশের দিকে
— মাথা হেট
চললো রাত্রির গভীর থেকে গভীরে।

রচনা :- ১৪.১২.’০০

সীমান্ত ভাঙ্গার গান

মরুভূমের সমস্ত রস শুষে —,
যে বৃক্ষ হয়েছে সরস;
গোপন গুহায় তারই অবয়ব।
সূর্যের সমস্ত ফোটন শুষে —
যে বৃক্ষ হয়েছে সবুজ
গ্রহণে তারই প্রচ্ছায়া —
সমস্ত শিকড় গিয়েছে ঢেকে।
ফল্গুর গভীরে সমাহিত সলিল কল্লোল,
যেখানেই পা ফেলা —।
ডুবে যায় শ্বাস।
অতঃপর মৃত্যুর সব বিকোনো যন্ত্রণা
কোন এক ভোরে এরাও গেয়েছিল,
সীমান্ত ভাঙ্গার গান।
বারুদের সাঙ্কেতিক ইঙ্গিতে ফেরেনি তাদের শ্বাস,
তাদের হানে বানানো পাসা হাতে
মামা শকুনি প্রতীক্ষার অন্তলীন
কাটে যুগ ত্রেতা-দ্বাপর-কলি।
তারপর পাঞ্চালীর ধূমায়িত বিবস্ত্র শরীর
নিয়ে আসে জয়ের মিছিল।
তখন তোমরা আমায় খুঁজে নিও,
এদেরই মিছিলে।

রচনা :- ২৬.০১.'০০ - প্রকাশ :- ২২.০৭.'০০

রোদের অনুষঙ্গ

সন্ধিস্থলে অসহ্য যন্ত্রণা
কাটাহাতে নৈরাস্যের অস্তিরতা
খণ্ড সংখ্যার জটিল অনুপাতে সুদের হিসাব
প্রবন্ধের মত অতিক্লিষ্ট জীবন
অতীতের গোপন ঈশারায় লুক্কায়িত ভবিষ্যৎ
ভালোবাসার যত লীনতাপ।
রোদের এই অনুষঙ্গ ভালোলাগায় সুজাতার পায়েস,
পাল্টে যায় যত জীবন দর্শন,
আবার তাহলে ফিরে যাব
গোপন ডেরায় ফার্ণের দেশে
নিঃস্তব্ধ দুপুরে ক্লান্তির স্বচ্ছন্দ চলাফেরা
ঝাড়বাতির আলো নিভে গেলে বুঝি ভোর হয়
চপ্পল ছিঁড়ে গেলে বুঝি পথ চলা শেষ হয়।
নীলাভ নদীর জলে কাটা মুখ ভাসে।
পাহাড়ের দিকে ঠিকরে যায় জ্যোৎস্নার আলো
শুধু প্রেম থাকে প্রতীক্ষায়
সেখানেও কি শুধু শরীর - বেআব্রু।
উপায় নেই - শিখছি অ-আ-ক-খ,
সুযোগ এলে শিখব হ-য-র-ল-ব
চুকিয়ে দিতাম পাঠ বর্ণমালা
প্রথম ভাগ ও দ্বিতীয় ভাগ।
এখন নকল রাজা সাজার পালা শেষ,
পোষাক ছেড়ে ফিরতে হবে ঘরে
তখন মধ্যরাত, তখন বউ নাই ঘরে,
বড় অঙ্কের বই, পালাগান এখনো বাকী,
কুকুরটা পাহারা দিচ্ছে, শিশুটা ঘুমোচ্ছে
বড় লজ্জা পাই ভালোবাসা ভালোবাসা খেলা করতে
শিশুটা ঘুমোক একটু বিশ্রাম নিক
নাটক শুরু পাছে ....।
অচেতন মনে আজো জেগে রয়,
গুহার শীতল অবয়ব।

রচনা :- ১৭.০১.'০০ - প্রকাশ :- ২২.০৭.'০০

সংঘাত

তুলতুলে পুরু রোদে ভাসাব না গা
লাগুক ধাক্কা ঝরুক রক্ত
পাহাড়ের গায়।
মরমীয়া মরণ
আদিরস নিভে গেলে শৃঙ্গারের হবে ছুটি
অকস্মাৎ বীর ও বীভৎস রসের
আদিম উল্লাস।
আকাশ ফাটানো দীর্ঘশ্বাস
কবিশ্বাস মাঝে মাঝে লাগে এসে গায়
আলোর চেয়ে দ্রুততায় প্রিয়জন বিচ্ছেদ
সময় নাড়া দেয় শব্দে,
দর্পণ ও প্রতিবিম্ব ঘটে চলে সহস্র সংঘাত।
অসীম লঘুতায় —
সুবেদী জীবনবোধ ক্ষীণ হয়ে ভাসে
মিছিলে সামিল ...
আকরিক মানুষের শ্রেণী
যোগ ও ছেদ দ্রুতলয়ে ঘটে
আংশিক যোজ্যতার তত্ত্ব
শায়িত সদ্যস্নাত নারীর শরীর
ঘরে ও বাইরে পা রাখা পা ফেলা
শুরু গদ্যস্নাত শৃঙ্খল বিক্রিয়া
তাতে খুঁজে পাই
দর্পণ প্রতিবিম্ব ও আমাকে

পরের পাতায় .....

রক্তের আপেক্ষিক বিন্যাসে কি ভোর আসে
তখন অসচেতন শরীর
তন্দ্রাচ্ছন্নতা
মরমী মরণে চলে প্রলয় নাচন
মশারির চৌহদ্দিব্যাপী অসীম আকাশ
নীল নীল
গাঢ় নীল আমার শরীর
ক্রমে সরে যায়
অসময় সময় কাল ও বিকাল
কিছু বিরক্ত বন্ধন দৈর্ঘ্য
আংশিক যোজ্যতার ক্ষণস্থায়িত্ব
ঘুম নেই —
ঘুম ভাঙে,
সাধ করে শুয়ে পড়ি মান করে শির নোওয়াই
জিৎ করে চোখ রাঙ্গাই   খুঁজি ছাদ খুঁজি ভাত
ত্রিমাঙ্কা সমাবয়বী পথে এর মাঝে
সন্ধ্যা নামে অস্থিরতায়
ক্ষণিক পরে ক্ষয়ে যাব বলে স্থির হয়ে গেছে
স্থির হয়ে আছে সমস্ত প্রত্যয়
এভাবে সন্ধ্যা নামে দিনান্তে অজান্তে
কবিশ্বাস এখনো বইছে শুনশান করে
খুঁজে চলেছে পরিপূরক কিছু ভাষা
কিছু শব্দ
মনের চেয়েও দ্রুততায় সংঘাতরত
দর্পণ প্রতিবিম্ব।

রচনা :- ২১.০৮.’০০

দহন (শৃণ্বন্তু বিশ্বে অমৃতস্য পুত্রাঃ)

আমার চেতন সত্তা ক্রমে কেন ধায়
অচেতনের দিকে
সেখান থেকে নতুন চেতনা
অজ্ঞাত সৃষ্টির ইঙ্গিত —?
আমার চারপাশে চুন-সুড়কি ইঁট-কাঠ-পাথর
নড়ে চড়ে কথা বলে
অঙ্ক কষে হিসাব মিলায়।
অঙ্ক আমার মধ্যে লীন হয়ে
ক্রমে মিশে যাচ্ছি মাটির গভীরে
কিংবা তারও গভীরে - নিউক্লিয়াস ছাড়িয়ে
সেখান থেকে কোন বনস্পতি
নতুন কোন শিকড়
সে তো নির্বিকল্প আগামী।
তখন কি আমাকে চেনা যাবে —
চেনা কোন সুরে!
নতুন কোন অববাহিকায়!!
সূর্যের রশ্মি হিম হচ্ছে
স্তিমিত হচ্ছে নাড়ীর স্পন্দন।
আবিষ্কার করে চলেছি অপুকে
চেনা জগতের অন্তরালে।
কখনো সত্য মনে হয় —
ইভ-আদমের সাথে কোন ভেদ নেই
একদা ছিল যে আত্মীয়

পরের পাতায় .....

আজও তাদের হাত ধরে চলেছি
সেকি প্রতিবাদী, দ্বিধাগ্রস্থ, ভীত বর্তমান
নিঃসঙ্গ একা।
আমার শরীর মধ্যে
আমারই নিযুত কঙ্কালের
নিত্য যাতায়াত
স্তূপীকৃত অসংখ্য লাস
প্রত্যেক মুহূর্তে শত সহস্র লাসের দহন
এ মহাশ্মশান
কার্বনের ধোঁয়ায় ছাড়ায়
পরিবেশ দূষণের মাত্রা
কেঁপে যায় তৃণের শিকড়
ঝরে যায় বনস্পতির যত কিশলয়।
বাঁচা, কি হবে বাঁচা?
বেজে ওঠে বাঁশরীতে সেই চেনা সুর
"জনম অবধি হাম রূপ নেহারল
নয়ন ন তিরপিত ভেল।
লাখ লাখ যুগ হিয়ে হিয়ে রাখল
তৈও হিঅ জুড়ন ন গেল।"

রচনা :- ২৭.১০.'৯৯ - প্রকাশ :- ০১.০৪.'০০

স্মরণিকা (১)

শামুকের খোলে ঘর বাঁধা হলে

বাহিরটা শক্ত বটে ভেতরটা দোলে

সামান্য ঝড়ে।

প্রকাশ :- ০০.০১.'০১

স্মরণিকা (২)

ঐ মেয়েটি শুয়েছিল ভালোবেসে বাপের কোলে
আদলটা আজ পাল্টে গেছে পাত্রটিও বদলে গেছে
এখন দেখি সবাই মিলে হিসাব মিলায় গুণ ও ভাগে
সহজ হিসাব যোগ বিয়োগে হারিয়ে গেছে কোন অতলে।

প্রকাশ :- ০০.০১.'০১

স্মরণিকা (৩)

ঐ বাড়িটা নিজের যখন
আকাশটাও নিজের মানো
ঐ বাতাসের অধিকারে
সব গাছেরই পাতা নড়ে
তাইতো বলি প্রাচীর ভেঙ্গে
সামিল হও দল বদলে
ঐ দেহটা নিজের যখন
হৃদয়টাও নিজের মানো।

প্রকাশ :- ০০.০১.'০১

স্মরণিকা (৪)

প্রতিদিন মোরাম লাগে
ধুয়ে ফেলা, তেল লাগানো
ক্লান্তিতে নুয়ে পড়া
মরচে লাগলে ক্ষতটা যে কী গভীর!

প্রকাশ :- ০০.০১.'০১

স্মরণিকা (৫)

আধো ঘুমে বউ তাড়ানো পালা
মধ্যমাকে লুকিয়ে, প্রকাশ্যে কনিষ্ঠায় চুমু —শ্রেষ্ঠা বেপাত্তা
গোপন সুড়ঙ্গে বয়ে এলো — পশ্চিমী বায়ু
সুজাতা বুদ্ধের মুখোমুখি — তখনো — নির্বাণ কথা কয়।

রচনা :- ০১.০৮.'০০ - ৩০.০৮.'০০

স্মরণিকা (৬)

গোপন সুড়ঙ্গে, অতিসূক্ষ্ম আলোক রশ্মির নিরালা প্রবেশ
— প্রিজ্‌মের কৌণিক ক্ষেত্রে।
অতঃপর বিশ্লিষ্ট আলোর রং-বাহারী খেলা
কী অসহ্য যন্ত্রণায় ঘটে এই হৃদয় বিশ্লেষণ।

প্রকাশ :- ০০.০১.’০১

স্মরণিকা (৭)

দিনের আলো এততা গভীর
নিয়ত সংঘাত আমি ও প্রতিবিম্ব আমার
রাত্রি যখন ততটা গভীর
দাম্পত্য কলহের নিঃসঙ্গ নৈরাশ্য — ঐকান্তিকে,
লীন হই আমিও —অলক্ষ্যে —প্রতিবিম্বে আমার।

রচনা :- ০১.০৮.'০০ - ৩০.০৮.'০০

স্মরণিকা (৮)

আলো নিভে গেলে, থেমে গেলে চাকার গতি
সেদিন সবার হাতে সূর্য,
পথ দেখে নেবে ব্যস্ত সবাই
তখনো ভুল পথে গেলে মাশুল দেবে সভ্যতার গতি।

প্রকাশ :- ০০.০১.’০১

স্মরণিকা (৯)

সবার এখন ঘর রয়েছে   সবাই ঘরের বড়াই করো
তোমরা যখন ঝড় বাদলে   গাছের কোটর খুঁজতে ছিলে
তখন দেখি সবার মাঝে   অচলা প্রেম নাচতে ছিল
গাছের ছায়া, বনের মায়া   সবই এখন পর হয়েছে
পর হয়েছে নিজের ছায়া, নিজের কায়া, নিজের ঘরের
শীতলপাটি —
তবুও চলে মালা বদল   তবুও ঘরের বড়াই করো।

রচনা :- ০১.০৮.'০০ - ৩০.০৮.'০০

স্মরণিকা (১০)

এখন দেখি তোমরা সবাই নিয়ম মেনে নিয়ম ভাঙ্গো
যখন ছিলে বনের মাঝে — তখনো কিছু নিয়ম ছিল।
ছিল তখন গাছের বাকল — ছিল তখন হাতেও শিকল
এখন দেখি সব নিয়মই ভেঙ্গে তোমরা নিয়ম গড়
তাইতো দেখি বুক পকেটের ডাইরিটি আজ সামলে রাখ
সামলে রাখো পাশের পকেট, বুক পকেটের কলমটিও।

রচনা :- ০১.০৮.’০০ - ৩০.০৮.’০০

নির্জনতা

নির্জনতাকে নতুন করে নিয়েছি চিনে — চেনার উপায়
আমার চারপাশ —,
কাঠের চেয়ারের মত শেষ সম্বল মনে হয় — ভগ্ন সংলাপ
বার্ধক্যের নিঃসঙ্গতার মত;
বেতের ছড়ির মত : শুধরে নিতে ভীষণ ইচ্ছে করে
আকস্মিক কিছু ভুল।
সরলরেখার মত — এই ভুল না হত —,
দুটি সহস্রাব্দের চেনা হত না
ক্রমিক উন্নতির বিকল্প রেখায়।

তবুও :
নির্জনতা প্রিয় হয়ে আসে; ক্রমিক ভুলের মত
বারবার জানা সত্য — কঠিন ভুলের মাশুল দেয়
নীতিগুলো ক্ষণভঙ্গুর : দর্শন স্বতঃপিচ্ছিল
তাই — নির্জনতা নিয়েছি গড়ে (নিজের জগৎ)
কিছু যন্ত্রণার আকস্মিক বিস্ফোরণ —
পাছে মুছে দেয় পাশের সবুজ
তবুও তো : আছে নির্জনতা — (গড়ে নেওয়া চিনের প্রাচীর)
সেখানেও নির্জনতার পরম বিন্যাস
বিতর্ক সেখানেও : আপেক্ষিকতাবাদের সংশোধনী সম্ভব (এই প্রশ্নে)
রাত্রির গভীরতা নিয়ে — নিষিদ্ধ স্বপ্নের স্বতঃস্ফূর্ত সঞ্চরণ
ক্ষয়ে যাওয়া মূল্য তত্ত্বের বিমূর্ত প্রকাশ
নারী ও প্রসাধনের বেআব্রু বিজ্ঞাপন

পরের পাতায় .....

সেখানেও নির্জনতার পরম বিন্যাস —
কেবল বেঁচে থাকা —(শুধু বাঁচা) কেবলমাত্র জীবন —(শুধু জীবন)
আর তারজন্য — (......................)
এখানেও : প্রকাশে যন্ত্রণা - অপ্রকাশে পরাজয়
মৃত্যুর আগে মরার মত।
এখানেও নির্জনতা — গড়ে তোলা হৃদয় প্রাচীর।
ভাঙ্গ যদি এ প্রাচীর — আমার অমতে — দেখবে —
রক্তহীন অলিন্দ নিলয়ের নিষ্প্রাণ সঙ্কোচন
—তখনো রয়েছে জেগে
নতুন কোন এক প্রাণের আশায়।

এখানেও নির্জনতার পরম বিন্যাস
-কেউ এসে খোঁজে শিশির ঝরার আগে
দেখবে — কখন
মাটির অনেক গভীরে মিশে — রয়েছি জেগে
সবুজ বিপ্লবের মাঝে কল্লোলিত হব — এই প্রতিশ্রুতি
নব চেতনার গানে।
তখনো দেখ যদি নির্জনতা রয়েছে কল্লোলের মাঝ
ভাঙ্গিও না এ ঘুম — ভাঙ্গিও না ধ্যান
আবেদন শুধু এ কবির।
পাছে ভুল হয়ে যায় সমস্ত স্বপ্ন
এমনকী এ নির্জনতা — যা একান্ত কবির (একসময়)
গভীর নির্জনতায় ঘুমিয়ে আছে যে —শব্দের তলে
জাগিওনা তারে শব্দের ব্যর্থ হুঙ্কারে।

রচনা :- ০২.০২.'০১ - প্রকাশ :- ০৩.১০.'০১

শব্দ

শব্দ জঠরে স্রষ্টার বিরামহীন লীলা —সংগ্রাম
এখানেই গড়ে উঠেছে সমুদ্র, পর্বত, সমতল
সমস্ত সৃষ্টি চরাচর।
শব্দের মিলনে ছন্দ —
কখনো কাঁদায়, কখনো বা হাসায়,
কাউকে সংসারী, কাউকে বা গৃহহারা
কেউ সন্ন্যাসী বেশে, কেউ বা বাউলরূপে,
খোঁজে শব্দ সৃষ্টির অলেখ ব্যাকরণ
অথচ শব্দ আজও স্পর্শের অতীত
অনুভবের স্পর্শরেখায় খানিকটা কম্পন
কিছুক্ষণ অনুরণন —
তারপর সহাস্য বিদায় —
নির্বিচারে হারিয়ে যায় শব্দের অগণন প্রজন্ম।

শব্দের অমিল বন্ধনে কত শত সভ্যতা
লীন হয়ে গ্যাছে সিন্ধুর জলে।
এই শব্দ, এই ওঁ ধ্বনি পৃথিবীর বুকে এনেছিল —
প্রাণের সঞ্চয়।
শব্দের অপচয়ে শব্দ বিপর্যয় পৃথিবীর বুকে নিয়ে আসবে
আর এক যবনিকা।
; হয়ত —

গবেষণা কোনটা সত্য —
শব্দহীন প্রাণ / প্রাণহীন শব্দ
শব্দহীন স্বপ্ন / স্বপ্নহীন শব্দ
শব্দহীন গতি/ গতিহীন শব্দ
শব্দ ছন্দ / ছন্দহীন শব্দ -?
শব্দ ব্রহ্ম না ব্রহ্ম শব্দ —
না বিকল্প কিছু —??
না শব্দ (+), প্রাণ (++), স্বপ্ন (+++) গতি (++++)
ছন্দ (+++++), ব্রহ্ম (++ ....)
এসবের সুষম সমবায়
এসবরে সাথে মিলে শব্দ এনেছে সবুজ সঞ্চয়
পৃথিবীর বুকে।

স্বপ্ন

অনেক হল স্বপ্ন নিয়ে খেলা
স্বপ্ন তোমায় কি দিয়েছে বল —?
ভাতের হাঁড়ি যাচ্ছে গড়াগড়ি,
ভাতের থালায় শুষ্ক ঘাসের বলয়।
শব্দ যখন মিছিল হয়ে চলে,
রোদের ঘরে অন্নপ্রাশন যখন,
একা তুমি পামের ছায়াতলে
স্বপ্ন নিয়ে, স্বপ্ন শুধুই খেল।
ভাঙ্গা ঘরে চাঁদের আলো ঢুকে,
গড়ছে নতুন, নতুন কোন জগৎ
সে জগতে রাজার রাজা হয়ে
সিংহাসনে একলা আছ বসে,
উদার হাতে স্বপ্ন মুঠি মুঠি, —
করছ বিলি সিংহাসনেই বসে।
ভোর হয়েছে দোর খুলেছে স্বপ্ন গ্যাছে টুটে
তোমার জগৎ ক্ষুদ্র হয়ে শিশির হাওয়ায় ভাসে
ঘাসের ডগায় হাসে।

অনেক হল জীবন নিয়ে খেলা
জীবন তোমায় কি দিয়েছে বল —?
স্বপ্ন চিনে স্বপ্ন নিয়ে স্বপ্ন পথে চলা
স্বপ্ন তোমায় কি দিয়েছে বল —?
ঘরের বাতি নিভছে কখন রাতে
স্বপ্ন কেন তার আগেও নেভে —?
ভোরের আগে স্বপ্ন কেন ভাঙ্গে,
স্বপ্ন তোমায় কি দিয়েছে বল —??

আলো যদি ভাঙ্গা ঘরের ছাদে,
শব্দ যদি ক্ষুধার কথা বলে,
তবুও ভালো স্বপ্ন ভেঙ্গে ফেলে,
রোদের সাথে পথ চলতে শেখা

রচনা :- ২০.০২.’০০ - প্রকাশ :- ১৫.১২.’০১

ধারাভাষ্যে বিশ্লেষণ —? (! + ?)

ছাইমাখামাখি বিশ্বচরাচর,, ঢুকে যায় বোবা মুখ
ভাষা হয়ে ওঠে আর্তনাদ
লখিনদরের মহাপ্রয়াণ,, বেহুলা সুরভাঁজা,
ধারাভাষ্যে বিশেষণের প্রয়োগ
সবগান থেমে যাবে ভিডিও ক্যাসেটে
দুলহনের বেয়াড়া আঁচলে ঢেকে যায় সাদা বালুচর
ঢেউ আসে আস্তরণ বাড়ে
তখনো,, ... চেয়ে থাকে সমুদ্রের দিকে
কালের এই অঘোষিত গতি ? (! + ?)
নিরর্থক বীর্যপতনে কৌতুকী সুখ
তারপর ...অবসাদে গিলে খায় সুপ্ত সব মুখ
ফিরে আসে ভোর,, একই শৌচস্নানের ক্রমিক আবর্তন
আপাতঃ সৃষ্টির কাছে পরাভূত
ব্রহ্মা বিষ্ণু মহেশ্বর ? (! + ?)

রচনা :- ১৮.০৮.'৯৯

ভাঙ্গা পাঁচিল

চেনা মুখগুলি অস্তিত্বের উত্তরাধিকারে
বিপন্ন/দূষণের মত মাত্রাছাড়া/আধুনিকতার মত
লাগামছাড়া/খাঁকি উর্দিটা ঝরে গেল/বুঝি জ্বর
ছাড়বে/বিবশ আত্মীয়তা ঘুমন্ত ঘ্রাণে/খানিকটা
জিরোতে চায়/পড়ন্ত বিকালের/খণ্ড খণ্ড মেঘ/বৃটিশ
শাসনের চেয়ে ভয়াল মনে হয়/সমাজের কর্তা সেজে
সমস্ত অপআত্মার ভিড় / শৌখিন সংলাপে সমস্ত নেতার
জীবন সহিষ্ণু/ হাসতে ভয়/শব্দের সাথে বেরিয়ে পড়ে/
চোয়ালহীন মাড়ি/মিছিল এগিয়ে চলছে এন্টালী
থেকে কলেজস্ট্রীট/ কালিঘাট থেকে শেওড়াফুলি/
ভাগলপুর থেকে কেশপুর/এলাকা দখল হয় নিশুতি
ভোরে/ঘুমন্ত গ্রামের মাঝে/জেগে রয় আদিবাসী মন/
বহুভুজের প্রত্যেক বাহুতে/অসংখ্য বিন্দুর আত্মরতি/
কখনো কোন নিরাশ্রয় সংশয়/বৃত্ত কেন্দ্রে লীন/সমকালীন
ভারতবর্ষ তার চেয়েও ক্ষীণ/সম্পর্কের নীচের তলায়/
অভিলাষী ভালোবাসা/গুপ্তপ্রেমের শিবালয়
বানায়/ জীবন-বোধের খনিজ আর্তনাদে/আকরিক
ভালোবাসা হানাদারের গোপন আস্তানায়/
কবিতার সংকলন/মৃতমুখ কঙ্কালের শীর্ণ হাহাকার/
আলোয় চিড়খাওয়া আকাশ/কেন - খনির অতলে - ?/
এখানে ঘনিয়ে আসুক ভোর/উঠুক চাঁদ।

রচনা :- ০৪.০৮.'০০ - প্রকাশ :- ০৮.০২.'০১

.........অবিকল্প অবয়ব ....?

স্তূপীকৃত বারুদ/হাঁটে চলমান কাল/স্ফটিক
জীবন বোধ/থমকে যায় শিশুর কান্না/বিধবার ঘনীভূত
পিপাসা/ঢেকে ফেলে ক্ষেতের ফসল/গণতন্ত্র -সাম্য-
অধিকার-সংবিধান-স্বীকৃতি/উলঙ্গরাজ হেঁটে চলে -
লোকালয়ের মাঝ/শব্দগুলো ক্ষয়ে তৈরি হচ্ছে অক্ষর/
ব-দ্বীপের অসহায়/অর্থ ভাবার্থ বোধ/শৃঙ্খল ভাঙ্গল/
জন্ম স্বাধীন সংবিধান/অধিকার কর্তব্য সবুজ প্রত্যাশা
পরিপূর্ণ/মৃতের মুখ ঘিরে আতরের অধিকার/ চোখে
তখনো ভাসা পলাশীর শেষ সন্ধ্যা/ সিপাহী বিদ্রোহ/
চট্টগ্রাম অস্ত্রাগার লুণ্ঠন/দৃশ্যমান জগত ঝড়ো
হাওয়া/নিভে যাওয়া বেশ কিছু স্বপ্ন/স্বপ্নের কল্পনা/
সমস্ত অট্টালিকা দুঃস্বপ্নে ভাঙ্গা/কুঁড়ে ঘরে দু'একটা
ঘাসফুল/একটা আল একটা সকাল অনেক বেড়া/শাসক
প্রশাসক পাহারা দিচ্ছে/জানালা খোলা, বাগানে ফুল
ফোটানো, বাইরে বেড়ানো খোলা মতামত জানানো নিষেধ/
যারা নেতার বেশে জনগণের গান গায়/আবার তারা অজান্তে
ঢুকে পড়ে/সর্বহারার ঘরে/অবশিষ্ট তিনটি কাল অতীত-
বর্তমান-ভবিষ্যৎ/এই নিয়ে মিটিং-মিছিল-প্রতিরোধ
অবরোধ/চোরাবালির চরের স্বপ্নে বেড়ায় নদীর চর/
গণতন্ত্রের আপেক্ষিকতা/ক্রমিক রাজনীতির অবকলন।
সবটাই লিমিটের উপর নির্ভরশীল/এখানে শূন্য অসীম
সেখানে আশ্রয়। তাই সত্য/ জল সরল/এতেই বন্যা/
প্রত্যাশার অবিকল্প অবয়ব/চলমান ভবিষ্যৎ/চঞ্চলা
মহাকাল।

ভাবছি কী ভাবছি

গলিত দেহে - - - - - - অভিমানী গন্ধ
উর্বশীর নৃত্যকলায় - - - - - - অলস ভালোবাসা

ন- সত্য ঊষা - - - - - - নিরক্ষর গোধূলী
শিকড় ছেঁড়া যন্ত্রণা - - - - - - ঝরণায় আর্তনাদ

উত্তপ্ত চৈত্র-সংলাপে - - - - - - সর্পিল মুখচ্ছবি
জিরাফের গ্রীবায় - - - - - - দ্বন্দ্ব ভরা কাম

সুরাপাত্রে ঢেউ - - - - - - অনেকেই বউ
ঘামবিন্দু সিন্ধু - - - - - - আঁধার বলয়

কাস্তের বাঁকা চাঁদে - - - - - - মানুষের ভিড়
হ-য-ব-র-ল - - - - - - কী ভাবছি

শিকল ভাঙ্গা তান - - - - - - দুলান ও গুলান
কিন্তু জানান - - - - - - অধিকন্তু বেমানান

লক্ষ্মণ রেখায় - - - - - - সীতার চলাচল
ঊষর মৃত্তিকা - - - - - - অঙ্কুরিত শস্য

এবং তাই কিন্তুটাই - - - - - - অধিকন্তু ভালোই
যদি হাস তবে কাশ - - - - - - নচেৎ হেত্বাভাস।

রচনা :- ১৩.০৮.'৯৯ - প্রকাশ :- ১৫.০২.'০০

"সৃষ্টি যখন স্রষ্টারে করে ব্যঙ্গ-
কেবলমাত্র সঙ্গ মেলে ভাষার অনুষঙ্গ"

কপালের মধ্যে দিয়ে বয়ে যায়
দীর্ঘায়িত মৌসুমী বায়ু
তারপর অনিবার্যভাবে ঘটে চলে
ঋতুর আবর্তন কখনো সমাবর্তন
আলোর পৃষ্ঠপোষকতা নিয়ে ঘটে চলে
নোয়াখালির দাঙ্গা বা রক্তস্নাত কার্গিল
আর তখনি আমার সমস্ত সৃষ্টি আমার ব্যঙ্গ করে
উপহাস করে

হরিদাসীর কোন্ দোষে
জমিদার গুম ঘরে গুম করে দিল
তখন আমার সৃষ্টি অচলার পাদদেশে
অনড় ছিল
কিছু অবাধ্য ভালোবাসা, কিছু অবোধ্য সংলাপ
এই নিয়ে রচিত উপন্যাস আজকের সংকলন
যা কিনা অতি সাম্প্রতিকতা
লেখকের কলম থমকে যায় সত্যের কাছে
এক গভীর ঘনত্ব ঘনিয়ে নেয় তাঁর চারপাশে
(আকাশটা যদি ছাদ হত এখানে চাঁদ উঠত
সূর্য উঠত -
তারাগুলোকে দেখা যেত হাতের দূরত্বে)
প্রগতিটা আপেক্ষিক সত্য (কিনা)
অট্টহাসি হাসে।

রচনা :- ০৫.০৯.'০০ - প্রকাশ :- ০১.০১.'০১

'—' শব্দ সিঁড়ি ভেঙ্গে লেখা
যে কবিতা তারার গভীরে তা।?'

অছন্দ বেশ কিছু কথা যত্নে গুছিয়ে রাখা
শোকেশে সাজিয়ে রাখা পুরোনো অতীত
শিল্পের অপ্রকাশিত বেদনা
মিউজিয়ামের প্রত্নতত্ত্ব সভ্যতার টিকে থাকা নিদর্শন
ঠিক যে ছাঁচে টিকে আছে আপন খেয়ালে
কিছু উঁচু খেয়ালী ভালোলাগা ভালোবাসা
অবাধ্য হয়ে ওঠে।
উষার আভাসে টিকে থাকা দুটো একটা
তারার মত।।
কিছু কথা গড়িয়ে যায় অন্ধকার থেকে আলোর দিকে
দু'একটা অপবাদ টিকে আছে
বিচূর্ণ আবেশের প্রতিটি খোয়াতে।।
খসে খয়ে পড়া গৈরিক উর্দিতে মুখ ঢাকে
প্রাচ্যের প্রাগৈতিহাসিক অতীত
বিশল্যকরণী দিয়ে তখনো জাগেনি
একটি ঘাসের শীষ
কোন এক প্রাণের শ্লেষ।।
সোমরস শিরার গভীরে কিছুটা উত্তাপ মিশিয়ে
বিনিদ্র রাত জাগে
মুমূর্ষু রোগীর পাশ।।
খুঁজে চলে ঘুঁটে কুড়ুনী এর মাঝে আপন মনে
আত্ম বিশুদ্ধতা।।
অজান্তে নিজের শৌখিন জগতে কোন ভ্রমে
নিজেই হয়ে উঠি বিমূর্ত
কখন আর্যভ্রমে নমি তার পায়
অনার্য কুলটা।।
কাটিয়ে দিয়েছি কত যে গভীর রাত
একাকী গ্রামের মাঝে মুরলী যাঁর হাতে
অনামী রাখাল ছেলে ওরই সাথে গোষ্ঠে ফেরে
তারাও ঘরে যাবে সাঁঝটুকু গড়ালে
এ গোপন অবকাশে —
রাখাল ছেলেটি ঘুটে কুড়ুনির সাথে
মৃদু বাক্যালাপে
স্থির হয়ে আছে।।
সেও কি ভ্রমের বশে
নমি আর্যদেবতারে !!

রচনা ঃ- ১৩.০৯.'০০ - প্রকাশ ঃ- ১৫.০১.'০১

ট্রিপল নট্, ওয়ান-ওয়ান-ওয়ান, নট্

যেখানেই পা ফেলি কেঁপে যায় পথ
তারপর কেঁপে ওঠে সর্বশরীর,
বিদর্ভ নগরী কোণে সিক্তবাস পরি
পচিয়ে দেব আমি নিষ্কলা শরীর।
দেওয়ালে সেঁটে আছে জলছবি
স্বাধীন সত্তাকে খোঁজা পরাধীন দেশে
এখানে মিলনে ফুটে না কোন ফুল
আমি তুমি, তুমি-আমি মিলে পাঁচজন,
এসব হিসেবের ভুল,
এ সত্য গোপন থাক,
একই গাছের নীচে শয্যা হোক
তোমার ও আমার, আমার ও তোমার
সবমিলে পাঁচজন।
বারোয়ারী ভাষা, লঘু সংলাপ,
অতিক্রান্ত ক্লীব সময়।
পাণ্ডুলিপির শেষ পূর্ণচ্ছেদ।
হৃদয়ের আপেক্ষিক গতিমাপা —
এখানেই হবে শেষ।
নিথর ডায়ালটোনে
পুষ হয় গাণিতিক ভাষা —
ট্রিপল নট, ওয়ান-ওয়ান-ওয়ান, নট্।

রচনা :- ২৮.০৮.'৯৯ - প্রকাশ :- ০০.১০.'৯৯

অবম শূন্যতা

গুণবাচক বিশেষণ শীৎকার করে
হাসে মুখ লুকিয়ে
আছো কেমন —?
মনটাকে বিষণ্ণ হলে মাঠের ফসল ঝাড়াই
আজো তেমন মনে হলে —
জৈবিক পর্যায় কালের বায়োপসি হয়,
শিশুর জন্ম,
না জানি কখন ঘটে গেল
শিশুটিকে নাম দিয়ে ছোট করে ফেলি
বিশাল বিশ্বে অধিকার এতটুকু এই ক্রোধে
কেঁদে ওঠে
অসীম পরিধি সঙ্কুচিত হয়ে
ক্রমে কেন্দ্রে লীন
আমাদের পৃথিবী গর্ভে জন্ম নেয় আমার পৃথিবী
মানুষ নিঃসঙ্গ হতে ভালোবাসে —যদি ভালোবাসে
তবে কেন—?
চারপাশে জড় করে রাখে
চেয়ার-টেবিল-খড়িমাটি-বেতের ছড়ি
ভাষা কী আশ্রয় —?
যদি আশ্রয় হয়ে থাকে
তবে কেন —? বিক্রি হয় বিশেষণ সর্বনাম
প্রথমতঃ-! মৌলিক চাহিদা অন্ন-বস্ত্র-বাসস্থান
জমিয়েছে গভীর প্রত্যাশা ... অবম শূন্যতায় মিশে গিয়ে
কিছু ভাব থাকে পরা বা অপরা
যে নামে ডাকা সত্যের অপলাপ হয়।
তার চেয়ে অনেক শ্রেয় শূন্যতার শ্রেষ্ঠত্বে লীন হওয়া
নচেৎ বিষ্ণু নাভিতে মিশে পদ্মের জন্ম দেওয়া
ক্লীব প্রশ্নে কোন ভাব পাবে না গতি,
স্থিতির প্রশ্নে —
অনুভবযোগ্য কিছু তৃষ্ণা রয়েছে, অস্পষ্ট কিছু ক্ষুধা
ছেঁড়া পাঁপড়ির দরদী অভিমান
দৃষ্টিহীন মেঘ থেকে অঝোরে ঝরছে
দৃষ্টিহারা সৃষ্টিছাড়া বারি
দু'ঠোঁটের ফাঁকে উত্তেজিত কণিকা স্রোত
শীৎকার করে, উর্ধ্বশ্বাসে কাশে, মুখ ভাঙ্গিয়ে হাসে।

রচনা :- ৩০.০৭.'০০ - প্রকাশ :- ২২.০৭.'০১

বিতর্ক — বিষয় : বিউটি পার্লারে বিউটি

পক্ষে —

জঙ্গলের ভগ্ন ছায়ায় রচিত
নগর কিংবা অট্টালিকা বা সভ্যতা —
আন্দামান হোয়াইটহাউসে মেসোপটেমিয়ার।
বার বার সাদা কাগজে মিশে তুলির রং —মোনালিসা —
চিত্রপটে রাখা, হার মানে সমস্ত ছবি
নিথর ক্যামেরা আলোর সামনে
(নিমেষে প্রবেশ —)
বদলে যায় পটভূমি,
মূর্ত্তিতে মূর্ত্তিতে ভাঁজ তুলে যায় আপন মনে —
রং-এর সাথে রং মেশায়
নতুন সৃষ্টির তাগিদ —
না হলে আদিম তাগিদ বিবর্ণ হয়
নাগাসাকি হিরোসিমায়
সাহিত্যের পাতায় সৃষ্টি হয় রবীন্দ্রনাথ —
কবিতায় বা গল্পে
গীতাঞ্জলী কিংবা নৈবেদ্য
দেবতার অর্ঘ্য নিবন্ধ।

বিপক্ষে —

অভয়ারণ্যে গাছের ছায়া আরো গভীর হয়।
পাপের প্রায়শ্চিত্ত - ফুল চন্দনে

পরের পাতায় .....

গভীরে জঙ্গলে —
হিংস্র ব্যাঘ্র শাবক আরো হিংস্র হয়
নিউ টেক্‌নোলজি।
ছাপানো অক্ষর পাঠ হয় —
আভ্যন্তরীণ বিবেকে
যেখানে পার্থক্য থাকে না —
শেলীর সাথে মিলির —
খাজনা বাড়িয়ে সমতল বাড়ানো যায় না।
পৃথিবীর সমস্ত রং একসাথে গুলে দিলেও
পাওয়া যায় না সন্ধান —
দ্বিতীয় তিলোত্তমা।
শিল্পী মূর্তিতে মূর্তিতে যতই ভাঁজ তুলুক না কেন
—ভঙ্গিল পর্বতের ভাঁজ আপন জায়গায়, আপনভাবে
ক্যামেরায় অপুর সংসার
যতই জীবন্ত হোক না কেন বাস্তবে অপু —কারখানার শ্রমিক।
নৈবেদ্য, গীতাঞ্জলির গান
যতই গাওয়া হোক না কেন —
মীরার গান —
থেমে থাকেনি বা থামবেও না — কোনদিন।
আল যতই বদলাক
শস্যক্ষেত্রের কি আসে যায়?
মানুষ যতই বদলাক
হৃদয়ের রং লাল থেকে যায়।

রচনা :- ১৮.১০.’৯৫ - প্রকাশ :- ১৫.০৩.’৯৭

সংলাপ : প্রিয় মন খারাপ বনাম ....

(Truth is beauty, beauty truth)

সামনে পেছনে জমে আছে অনুচ্চারিত
শব্দের পাহাড়
গভীর খাতে বয় অভিমানী ঝরণা
ভাষাহীনের তুষার- সংলাপ।

প্রিয় মনখারাপ
বিষণ্ণ বিকালে দেখতে যাবে —
ঝরণার কেমন ঝরে যাওয়া ? (!)

না ভালো লাগে না
দেখতে গলিত লাশ
কেন নরম শরীরকে লুকোতে চাও পাহাড়ের গায়
পাছে যদি ঘুন ধরে
বিরক্ত করো না
সারারাত জেগে আছে - তন্দ্রাও আসে নি
দেখছ না চোখের কোণে কেমন জমে আছে
কালি।
এছাড়া - তুমি আমার অজানা, স্বপ্নের অতীত
নও তুমি কামনা, ইন্দ্রিয়ের অতীত
তাই - অচেতন শব্দে কেন এত নড়াচাড়া
ঘুমন্ত শিশুকে নিয়ে কেন এত খেলা?

পরের পাতায় .....

আমিই সেই শব্দ - সেই ‘ও’ - কার ধ্বনি
সৃষ্টির আদিতে কৃষ্ণ - শঙ্খ হতে জেগেছিল
—সেই তান।
তারপর - দেখছ যা কিছু পাহাড় ঝরণা
চেতন অচেতন অবচেতন
সর্বত্র আমারই নিঃসঙ্গ নিঃশব্দ নিত্য পদচারণা
তোমারও মধ্যে আমিই লীন হয়ে আছি
বাস্তবে যত ভয় —
ঘুমের মধ্যে দেখ যত স্বপ্ন জাগরণে দুঃস্বপ্ন —
সে সব আমারই সৃষ্টি।

যার অবস্থান নেই, স্থান পরিবর্তনে বাধা দেয় না
তাকে স্বীকৃতি দিতে সায় দেয় না —
সে এতই দুর্বল।

নিয়ত গতিশীল আমি মনেরও অতীত —
রোদের গভীরে থেকে রোদকে পোড়াই
সৃষ্টির স্বাধীনতা তোমার কাছে স্থবিরতা
ভূমির ফাটল
প্রিয়, মন খারাপ, খারাপ করো না মন
এরই মধ্যে সৃষ্টি ধ্বংস বিশ্ব ত্রিভুবন
কৃষ্ণের বাল্যলীলা কংসনিধন
মাথুর ও মধুর যত ভাবের মিশ্রণ।

রচনা :- ২৬.০১.’০০ - প্রকাশ :- ২২.০৭.’০০

চয়নিকা (১)

হিমেল হাওয়া দাপিয়ে বেড়াবে সমস্ত কুঁড়ি
শৈশব স্মৃতি ঝরে পড়বে চোখের কোণে
ফসফরাসের মৃদু আলো পাড়ি দেয় - সাত সমুদ্র তেরো নদীর পার
সেখানেও ফুল রকমারী - অস্ফুট আর্তনাদে বৃন্তগুলো
অলক্ষ্যে খসায়ে দেবে কুঁড়ি।

প্রকাশ :- ০৫.০৪.'০১

চয়নিকা (২)

উচ্ছিষ্টের শুষ্ক অবয়বে ঘাম-সিক্ত করে নিজের কৌলিন্য
তবুও : কোন কাল্পনিকতায় হঠানো যায় নি মিছিল
বানভাসি জল, ঘিরে আছে শস্যের শীর্ষ
ঘুম ও শিশুর একান্ত শৈশব
শিউলি ঝরা রাত্রি, যদিও সামিল : এগিয়ে চলেছে মিছিল।

প্রকাশ :- ০৫.০৪.'০১

চয়নিকা (৩)

বাতাস নাড়া দিল গাছের পাতা তখনো সবুজ
মৃতমুখ ঢেকে নিল শুষ্ক ঘাম তখনো ছায়া
প্লাবন নাড়া দিল কুঁড়ে ঘর তখনো কবিতা
কবি লিখল আমি কবি শঙ্খে চেপে পার হব সমুদ্র
বাতাসে উড়ছে তখনো শুষ্ক পাতা, গাছের ছাল, গভীর রাত।

প্রকাশ :- ০৫.০৪.'০১

চয়নিকা (৪)

বাতাস ছোঁ মেরে নেবে দূরন্ত শৈশব
আগুন পুড়িয়ে দেবে হৃদয়
বৃষ্টি ভাসিয়ে দেবে ছাই - উড়িয়ে যাবে খই।
সবকিছু আগের মত আছে ধ্রুপদী ঢঙে
দু'হাত পূর্ণ তবুও সংশয়ে।

প্রকাশ :- ০৫.০৪.'০১

চয়নিকা (৫)

সিঁড়ির অর্থ পাল্টালে উপরে ওঠা বা নীচে নামা ভুল হয়ে যায়
সরলরেখাগুলো হঠাৎ — লোকালয় থেকে ঢুকে পড়ে গভীর জঙ্গলে,
নিয়মের বাধা না মেনে,
কিছু দ্ব্যর্থভাব এর মাঝে খুঁজে চলেছে —
চড়াই ও উতরাই এর সহজ জরিফ।

প্রকাশ :- ০৫.০৪.'০৯

চয়নিকা (৬)

হাজারো ভাষার ভীড়/কোন রাত কোন ঝড়
ঘটে যায় বর্ণ বিপর্যয়/গুপ্ত বিবর্তন
প্রিয় ভুলগুলোকে প্রশয় দিই
যেমন অবলীলায় পাল্টে ফেলে রমণীরা
বিউটি পার্লারে - তখনো স্ব-অধিকার নিয়ে কথা ওঠে।

প্রকাশ :- ০০.০৬.'০১

চয়নিকা (৭)

দেওয়াল শূন্য করে শেওলার আস্থানা গিয়েছে শুকিয়ে
বিশ্বাসহীনতা নিজের দেওয়ালে, গলিত-লাসে বাঁচার স্বপ্ন ভাসে
মাসের বিবর্তিত আশ্বাসের আস্থানা পেরিয়ে : ভাসে কেবল প্লবতার সূত্র
স্থিতু কাকে বলে তা এখন স্বপ্নের দেশে
স্বপ্ন হয়ে গ্যাছে : তবুও

প্রকাশ :- ০৫.০৪.'০১

চয়নিকা (৮)

বায়ুর বুদবুদের মত হারিয়ে গেলে কেউ পরাত না লোহার শিকল
সেই মুহূর্তটা রচে নিল নিজের মহাকাল - শব্দের বহুমাত্রিকতলে
এখানে হাতে হাত রেখে জিরিয়ে নেয় মমতাজ - শাজাহান
এভাবে প্রতিটি মানুষ কোন না কোন সময়ে কারুর হাতে হাত রেখে
পার হতে চায় অপরাজেয় ঐ সময় দৈর্ঘ্য।

প্রকাশ :- ০৫.০৪.’০১

চয়নিকা (৯)

একটি মাত্র শব্দ অন্তর্ঘাত পূর্ণাঙ্গ কবিতা
ভালোলাগা ভালবাসার কাহিনী দীর্ঘ গল্পের মোড়কে
প্রেমের কবিতার মুহূর্তগুলোও হয়ে ওঠে দীর্ঘায়িত
দীর্ঘায়িত সময় অসহনীয় - ভাতের গন্ধে মূর্ছা গেছে
জীবন ঈশ্বর। সংগ্রাম যথার্থ। রূপ নেবে কবিতা।

প্রকাশ :- ০৫.০৪.'০১

চয়নিকা (১০)

মেটো পথে শুকোচ্ছে ধান-শালিকগুলো কখন
        না জানি গিলে নিলো; প্রত্যাশ্যা, নিঃসঙ্গ।
অস্তিত্বের সংশয়ে ঘিরে আছে বিন্দু - রাত আসে   ঘন।
        ঠিক পরে নির্বাচন   ঠিক।
মিটিং মিছিলে বিজ্ঞপ্তি   অসংখ্য প্রতিশ্রুতির।

প্রকাশ :- ০৫.০৪.'০১

চয়নিকা (১১)

পামের ছায়ায় জিরোতে জিরোতে
ঝিমুনির মাঝে কুয়াশার পারে - মাতাবে সবুজ আলোর দেশ
পশমের নরম আদর গায়ে জড়িয়ে - জড়িয়ে
বিমূর্ত বিষণ্নতা   নরম আগুনের মত
তখনো জড়িয়ে আছে গায় - শিশুর মতই অসহায়।

প্রকাশ :- ০৫.০৪.'০১

চয়নিকা (১২)

অনেক হলো জীবন নিয়ে খেলা/আগুন সাথে চলা,
আবোল তাবোল বলা/রৌদ্র গায়ে মাখা,
শব্দ কিছু মিশে গেল স্রোতে/স্বপ্নগুলো রয়ে গেল তলে
বহুমাত্রিক তলে সাজানো ঘর/ঘটে যায় অপভ্রংশ আড়ালে
আড়ালে আবডালে —

প্রকাশ :- ১৮.১০.'০১

চয়নিকা (১৩)

দৃশ্যমান পর্ণমোচী বৃক্ষ লুকায় সমস্ত সবুজ
এভাবে সবুজ থেকে সবুজে : নক্ষত্র যাত্রা
ক্ষয়ে যাওয়া শব্দের খরস্রোতে : ভগ্ন বর্ণের জলপ্রপাতে
খোঁজা : শালগ্রামশীলা
পরিবর্তন আসে মায়ের কোলে শিশুর বেড়ে ওঠা।

প্রকাশ :- ০৫.০৪.'০৯

চয়নিকা (১৪)

অস্ফুত আর্তির মাঝে ত্রিমাত্রিক যন্ত্রণা গাঢ় লীন ঘনায়ে আনে
আকাশের গায়, সাপের গর্ত বা পালঙ্কের পাশ
বিষাক্ত ছোবলের সংসয় ঘিরে ধরে চোখের তারা
সূর্যের ভাত গায়ে মেখে ইচ্ছে হয় ঝরিয়ে নিতে —
অধৈর্য্য সময়।

প্রকাশ :- ০৫.০৪.'০১

চয়নিকা (১৫)

প্রত্যেকে কোন একসময়ে মরতে ভীষণ সখ হয়
জীবনটা ঐচ্ছিক হয়ে গেলে নতুন ভোর আসত না - আগামী শতকে
নাকের গর্জন ভয়ঙ্কর হলে —
প্রতিবাদ মেনে স্বপ্নে বিভোর হই।
কত স্বপ্ন ভিজে গেছে, কত আগুন নিভে গেছে - বয়েস হতে না হতে।

প্রকাশ :- ০০.০৬.’০১

চয়নিকা (১৬)

উদগ্রীব ধানের শীষ - কৃষকের জায়মান প্রতীক্ষা
শিরই নুয়ে হাসে / কাশে
অসম্পূর্ণ শব্দ ক্ষয়ে যায় পৌষের কাছাকাছি - প্রতিশ্রুতি বিলি হয়
নাম মাত্র দামে / তারও কমে নিথর জ্যোৎস্না
গ্রামের টোলে নিরঞ্জন পড়িয়ে যায় - ব্যাকরণসিদ্ধ সন্ধির কঠিন নিয়ম।

প্রকাশ :- ০০.০৬.'০১

চয়নিকা (১৭)

নিউক্লিয় বিভাজন - তারপর ঘটে বিভাজন রং ও তুলির
উদাসীন উষ্ণতায় - তখনো চঞ্চল অনুস্রোতে
খুঁজে চলে তরল আকরিক।
ভগ্ন সমীকরণগুলো এর মাঝে
অণুস্রোতে মিশে গেছে শিল্প কখন।

প্রকাশ :- ০৫.০৪.'০১

চয়নিকা (১৮)

খেয়াল খেলে পাখনা মেলে খসিয়ে আনি
দু একশো তারা
নিদ্রাহীনতা যখন গভীর - ঢেকে ফেলি সমস্ত আকাশ
সরিয়ে ফেলি চাঁদের আলো
রোদে পোড়া, জলে ভেজার আগে - আমৃত্যু শৈশব কেটে যায়।

প্রকাশ :- ০০.০৬.'০১

চয়নিকা (১৯)

কাস্তের বাঁকা চাঁদে মানুষের ভীড় : নিসঙ্গতা
জিরাফের গ্রীবা ছুঁয়ে যায় বৃষ্টি ভেজা রাত : নৈশ নিস্তব্ধতা
গরীবের সুন্দর বউ থাকতে নেই? : তির্যক চাহনি
জয় হয় মানুষের ভাষা : গণতান্ত্রিকতা, : যেমন
আদর্শ দোলক দোল খেতে খেতে অতিক্রান্ত সময় : মহাকাল।

প্রকাশ :- ০৫.০৪.'০১

চয়নিকা (২০)

অ্যালকোহলে ডোবানো পিপাসা/সতেজ কয়েক মুহূর্ত
ক্ষয়ে যাওয়ার কিছু আগে/বিজ্ঞাপনের বিরতির মত
স্বপ্নগুলো ভিজে যায় ভোরের আগে/আধুনিকতার মত
শিল্পীর তুলিতে দ্বি-প্রহরের নির্জনতা/কবির নিঃসঙ্গতার মত
তবুও : পিপাসা নিয়ে গড়ে ওঠে স্বপ্নের পৃথিবী/আগামী দিনে।

রচনা :- ২৫.০৯.'০০ - ৩০.১০.'০০

অগভীর জল

আমার শিকড় - মৃত্যু মাটির গভীর

হাঁটা কাকে বলে ভুলে গেছি —

সন্তান আসারও আগে।
গোটা পা জুড়ে জমেছে শেওলা
প্রিয় জল, প্রিয় স্থবিরতা — ভীষণ গভীর।
আমার ও আমাদের সন্তান হামা দেয়।
হাঁটা সে দেখেনি কখনো।
সেও যে ভীষণ ভালবাসে — অগভীর জল।
তার সর্বাঙ্গ জুড়ে নীলাভ শেওলা
তবুও ভালোবাসে পিচ্ছিল হাওয়া।

রচনা :- ১৩.০৯.'০১ - ১৫.১১.'০১

শিল্প কণায়

শতায়ু ভালোবাসা — গোপন খেয়ায়
সচল নদীর চর — দমকা হাওয়া
সুবেশীর শরীর ঘিরে — বন্দরের প্রতীক্ষা
অসুখী ভালোবাসা — শিবালয় বানায়
সমগ্রে মাখেনি বলে শরীর তাহার,
তবুও : নগ্ন শরীর —মগ্নবনে — শিল্প কণায়।

রচনা :- ১২.০৯.'০১

অস্তিত্ব

ভূমিষ্ঠ হওয়ার পর — কেটে গেছে জীবনের
বহু পরিচয়।
গভীর নিদ্রাহীনতায়, একাকীত্বের —
অসীমতায়।
আজ বার্ধক্যের মুখোমুখি -
নিঃশর্ত একা দাঁড়িয়ে।
দু'হাত পূর্ণ ছিল —
বিচ্ছেদহীন
অব্যক্ত কৌলিন্যে।
স্রষ্ঠার মুখোমুখি -
সে হাত প্রসারিত
নিঃসঙ্গ আত্মসমর্পন - না
অব্যর্থ আত্মহনন।
বিধাতা দু'হাত ভরিয়ে দিয়েছে —
গভীর ঘুমে।
এত সুখ আছে আমার বিলাসে
ঠিক উঠোনেই।
দু চোখ ছাপিয়ে গেছে আমার সংশয়,
শরীর ছাপিয়ে গেছে জয়-পরাজয়—
আমার অস্তিত্ব।

রচনা :- ২১.০৯.'০১

সুখের ঘর

ছায়াটা অনেকেই দেখে — কারণ নেই বলে, কেউ
বিশ্বাস করে নি —
এর মাঝেও প্রশান্তি আছে
সবাই সবাইকে দেখে — কারণ নেই বলে
বিশ্বাস করেনি — সেও তরবারি হাতে
স্বাধীনতা আনে — ভোরের আকাশে।
উলঙ্গ ছেলেটা মেয়েটাকে দেখে —
কারণ নেই বলে কেউ বিশ্বাস করেনি —
সেও ভালবাসে,
সেও সুখের ঘর সাজে।

রচনা :- ১৯.০৯.'০০

ইচ্ছে নদী

পাতাটা খসছে অলক্ষ্যে - তারপর ক্ষয়ে যাবে
সমস্ত শরীর।
তবুও ফসিল হতে ভালোবাসে - বয়ে যায়
ইচ্ছেমতি নদী।
চাঁদের গন্ধে কখন সুকেশীর —
খুলে গেছে কেশ। হয়ত —
নীল নীলিমা ছাপিয়ে যাবে নীলের বনে
নীল হয়ে।
ওঃ মেয়ে তুই ফসিল হবি — আজ ভোরে
বা কাল রাতে
তোরও বুঝি সখ হয়েছে — ইচ্ছেমতি
সাঁতার দিতে।

রচনা :- ২০.০৯.'০১

পোড় খায় কপাল

প্রিয় শব্দগুলো নিয়ে —
স্বপ্ন দেখি নিজের সংসার।
হাওয়ায় দোলা খায় —
দোল খায় আমার মরণ।
কৃতার্থ হই —
কৃতার্থ হয় আমার কলম।
প্রিয় বাক্যগুলো দিয়ে —
বেড়া দিই নিজের দেওয়াল।
জলের তোড় —
পোড় খায় আমার কপাল।
তখনো শিকল দেওয়া —
আমার দুয়ার।

রচনা :- ১৫.০৯.'০১

নির্লিপ্ত সেই পথ

অসীম শূন্যতার মাঝে নির্বিকার —
আমার বিপন্নতা।
গোলাপের ছেঁড়া পাঁপড়ি ছড়িয়ে চারপাশ।
আমি হাসলাম, হাসল আমার —
প্রেমিকা। তারপর —একরাশ
সবুজ পাতার মাঝে হারিয়ে গেল।
বুঝলাম ....
এখনো বিষণ্নতা জড়ায়নি তার কেশ।
ঠায় দাঁড়িয়ে — লাল সূর্যের দিকে
তাকালাম একবার।
বুঝলাম .....
সন্ধ্যা অনাগত, চোখের সামনে
গহন বনানীর —
নির্লিপ্ত সেই পথ — যোজন ব্যাপ্ত

রচনা :- ২১.০৯.'০১

নিয়মের বন্ধন

আমার নিয়মে আমি বাঁধা পড়ে আছি
যবে ভোরের ঘাসে ঝরেনি এক বিন্দু বারি
আমার যৌবন শুধু জলকেলি, তমালের সারি
তখনো বাঁধেনি তাহার কেশ —
কোন কুমারী।
আমার মৃত্যু কদম্বের তল, বাঁশরীর বাঁশি
যবে ফোটেনি গাছেও ফুল
জাগেনি ধানেরও শীষ।

রচনা :- ১২.০৯.'০১

আমার উইল

আমি একটা ঘর চেয়েছি — যেখানে
নিশুতি রাতে থাকবে না - দুঃস্বপ্নের
সন্তর্পণ আনাগোনা।
থাকবে গভীর নীরবতা — যা চেয়েছি
এতকাল ঐকান্তিক।
ঘর চেয়েছি একান্ত আমার - যার চারিদিক
সবুজ আলেয়ায় ঘেরা।
জানলায় পাহারা দেবে দুষ্টু বাতাস - আমার
জন্মান্তর।
ছাদটা গড়ে নেব ভিজে শৈশবে।
আমার বার্ধক্যই হবে জমির জরিফ।
অসহায় ভাবে রেখে যাব —আমার
উইল।

রচনা :- ১৯.০৯.'০১ - প্রকাশ :- ১৫.১১.'০১